শ্রীবৎস-চিন্তা।

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য।)

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রী[illegible] সেন প্রণীত।

কলিকাতা ... নং বিডন্ ষ্ট্রীট হইতে
ন্যাশন্যাল থিয়েটার কোম্পানির দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
গ্রেট্ ইডিন্ প্রেস,
১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

উপহার।

বন্ধুবর!

শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস সুর।

সদাশয় সুহৃৎ!

মাতৃ-ভাষায় মিশ্র-ছন্দে "শ্রীবৎস-চিন্তা" নাটক লিখিয়াছি। গুণগ্রাহীর নিকট এইরূপ ছন্দে লিখিত নাটকাদির আদর হয় কি না হয়—জানি না—সুতরাং নিরাশ্রয় "শ্রীবৎস-চিন্তা" যে আদর ও আশ্রয় পাইবে তাহাও বলিতে পারি না। আপনার প্রশস্ত হৃদয়—অনেক ভাবার্থের আধার জানিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার করে উৎসর্গ করিলাম। আপনি যে চক্ষে আমায় দেখেন—ভাল বাসেন—যদি সেই চক্ষে আমার "শ্রীবৎস-চিন্তাকে" দেখেন তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল।

ডায়মণ্ড হারবর। নিতাড়া ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।

আপনার
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন।

শ্রীবৎস-চিন্তা।

(পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য।)

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—ব্যোমপথ।

(শনি ও লক্ষ্মী।)

লক্ষ্মী। খর্ব্বতায় গর্ব্ব কেন ?
গৌরব-সমীরে বয় সৌরভ যেমন,
সঠতার সখ্য ভাল নয় ;
ধর্ম্মনিষ্ঠা—ব্রতফল, চরম সম্বল,
চরমের পূর্ণ আয়োজন
অকারণ কিসে ?
বিধিমতে বুঝ,
বিজ্ঞ তুমি অযোগ্য ত নও।

শনি। যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ আমি চরাচরে জানে,
প্রাচীন গৌরবে আমি খ্যাত চিরকাল,
বহুকাল আছে এ সম্ভ্রম,
কেন তব মতিভ্রম।

লক্ষ্মী। অযোগ্য আলাপ;
যোগ্য তুমি কোন গুণে,
মিত্র জ্ঞানে কে পূজে তোমায়!
বিধিজ্ঞান বিপরীত তব,
অন্যায় অশার কথা শাস্ত্রে অসঙ্গত,
অশারে যা কয়, সদাশয় না শুনে সে সব॥

শনি। আমি শ্রেষ্ঠ দেবের সমাজে,
অগ্রগণ্য মান্য তিনলোক,
দেবলোক, দেবেন্দ্র স্বয়ং
নারায়ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারি
শনি নামে শঙ্কা পায় সদা।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, যক্ষ, রক্ষ আদি
কে বাদি আমার!
দুরাচর রাবণের দশা,
রামের সন্তাপ,
সীতা তুমিও তখন
স্মর কথা—ভ্রম কর দূর।

লক্ষ্মী। ধর্ম্মের আসন উচ্চ নারায়ণ যায়,
শনি পাবে তা কোথায়!
পাপ মক্ষ-কাম তব দক্ষ অনাচারে;
রাজ দ্বারে,
সঙ্গত বিচারে কভু শ্রেষ্ঠ নহ তুমি;
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আমি, শ্রেষ্ঠ শত বার
দেবতার আরাধ্য যেজন।

সম্পদদায়িনী নাম সর্ব্বলোকে জানে,
ভাগ্য আমি সৌভাগ্য-আধার,
মান সুবিচার।

লক্ষ্মী। কে যোগ্য বিচারপতি, কারে মান তুমি ?
আমি মানি শ্রীবৎস রাজায়।

শনি। আমিও সে রাজে মানি সুবিচার পতি ;
আশু গতি চল মর্ত্ত্যবাসে,
হের দেবলোক হাসে।

লক্ষ্মী। ত্রিলোক হাসিবে তব অযোগ্য আশায়।

শনি। মধ্যমের মদগর্ব্ব প্রাণে নাহি সয়,
চল ত্বরা দেখি আজি বিচারে কি হয়।

লক্ষ্মী। জয় তব ভাগ্যে নাই—
জয় তব ভাগ্যে নাই।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাগনগর—রাজসভা।

(শ্রীবৎস, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণ।)

শ্রীবৎস। অকস্মাৎ হৃদ-কম্প বিচঞ্চল মতি,
কি হেতু এ হেনগতি বুঝিতে না পারি ;

শ্রীবৎস চিন্তা।

ক্ষুণ্ণ চারিদিক্, যেন শূন্য রাজ্য হেরি,
সে মাধুরী এ সভায় না দেখি এখন !
কোন্ চক্ষে দেখি, একি বিপরীত দৃশ্য !
কোথা আমি কেন এ বঞ্চনা ;
কোথা কর্ম্ম নিষ্ঠা মম কোথা একমন,
ভিন্ন মতি কি জন্য আমার !
অর্চ্চনায় হ'ল কি ব্যাঘাত !

মন্ত্রী। মহারাজ ! কি চিন্তায় রত ?
কর্ত্তব্য সম্মুখে, শুন বন্দিগণ গায়
শুভাশুভ রাজ্যের সংবাদ।

শ্রীবৎস। রাজকার্য্যে ব্রতি আমি—
কহ মন্ত্রি কর্ত্তব্য আমার ?

মন্ত্রী। রাজ্যের কুশল শুন মানব ঈশ্বর।

(রাজভট্টদ্বয়ের প্রবেশ।)

ভট্টগণ। সিন্ধুড়া—ধামার।

পশ্চিমে পাহাড়ী জাতি আনন্দে মগন,
রাজা আনন্দে মগন।
দক্ষিণে দোকান বাট কৃষি কীর্ত্তিবান,
সরলতা সনে গায় রাজ্যের কল্যাণ।
দীনদল ক্ষীণ কায়,
দিনান্তে আহার পায়,

কর্ম্মফল মানি তারা আনন্দে মগন॥
উত্তরে উন্মাদজাতি,
নাচে গায় দিবা রাতি,
আনন্দে মগন রাজা আনন্দে মগন।
পুরবে পণ্ডিত বাস, সবে খ্যাত রাজদাস;
বারমাস তপ জপে আনন্দে মগন।

[রাজভট্টদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কুশল কাহিনী আহা! তুষিল আমায়,
কোথা ধায় মন আবার!
আমি কার—কার অনুগত,
কোন্ ব্রত সম্মুখে আমার;
একি বিড়ম্বনা!
দশ দিক্ অন্ধকার হেরি।
হের যোগ্যপাত্রগণ সুনীল গগণ,
শ্যাম শান্তি চারিদিকে,
কে আসে দুর্জ্জয় রিপু কাল বায়ু ভরে।

মন্ত্রী। পরিষ্কার শূন্য দেশ,
করি দূর দরশন,
নিদর্শন কিছুমাত্র নাই।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। দেখ সম্মুখে তোমার
দেবতার উগ্রতেজ-রাশি।

(স্তব)

দীন-তরাণ মুক্তি মূলাধার,
ভূভার সংহারী ভীম ভীমাকার;
ভীম গরজন কালপতি,
রক্ষ রক্ষ দীনে দীনগতি।

শনি। শিষ্টাচারে তুষ্ট রাজা,
যোগ্য তুমি সুবিচার পতি,
সসাগরা পৃথিবীর ভার তব,
এবে দেবতার ভার নৃপ ধর একবার।

শ্রীবৎস। সামান্য কিঙ্কর,
কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি!

শনি। অপরাধ তব রাজ্যে নাই;
সত্যব্রত, সৌচদানি তুমি নরনাথ!
সুবিচার কর দোঁহাকার।

শ্রীবৎস। অনুমতি কি দাসে এখন?

লক্ষ্মী। চিন্তা নাই চিন্তাপতি!
যোগ্যতায় দেহ পরিচয়,
শ্রেষ্ঠ কে দোঁহার মাঝে কহ সদাশয়?

শ্রীবৎস। বিধাতার অখণ্ড রচন!
মমভাগ্যে সুবিস্তার,
কাল পূর্ণ কার্য্য-অঙ্ক শেষ;
মহাক্লেশ মহা মনস্তাপ,
শ্রীবৎসের তরে বিধি রেখেছে গোপন।

শনি। মৌন কেন! কর সুবিচার।

শ্রীবৎস। দেব, দেবী!
নিদয় কি লাগি?
মানব-সামান্য রাজা নর-সিংহাসনে
সুর-ভার কেমনে ধরিব।

লক্ষ্মী। সামান্য মানব নহ শ্রীবৎস রাজন,
মহাজন মহাজ্ঞানী তুমি।
মহত্বের পরিচয় মহতের কাছে,
মহাশয়! রাখ নিজ মান।

শ্রীবৎস। দেবি, দীনতা বারিণী!
দেব, দিগ্বিজয় পতি!
ভূপতির পতি নাথ,
[illegible]থ-বান্ধব হও দিব্য জ্ঞান দানি।

শনি। দিব্যজ্ঞান লভিয়াছ দেব দরশনে।

শ্রীবৎস। ভিক্ষা চাহি আজিকার দিন,
প্রভাতে সভায় হবে সুবিচার যাহা।
(স্বগত) ছিল স্বপনের অগোচর—
গোপন-ললাট-লিপী প্রকাশিবে কালি।

শনি। ভাল, বিদায় হইনু—
প্রভাতে আসিব দোঁহে সুবিচার তরে।

[শনি ও লক্ষ্মীর প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কহ মন্ত্রি! কি উপায় করি,
সঙ্গত বিচার যুক্তি দেহ মিত্রবর,

শ্রীবৎ-চিন্তা।

কাঁপিছে অন্তর,
সংসার আঁধার হেরি সর্ব্বনাশ কালি।

মন্ত্রী। মহারাজ! যুক্তি যোগ্যতায় নাই;
শনি লক্ষ্মী সনে বাদ—প্রমাদ বিষম,
এ সম্ভ্রম কিসে রক্ষা হয়;
কে দেব সহায় হবে কালি প্রাতঃকালে—
রাজভালে না জানি কি আছে!

শ্রীবৎস। যুক্তিদানে যোগ্য নও বিজ্ঞ মন্ত্রী তুমি,
রাজসেবা করিলে বিস্তর,
রাজনীতি কণ্ঠে তব, কুণ্ঠিত কি লাগি?

মন্ত্রী। প্রভু! দেব সেবা হয়নি জীবনে,
দেব-নীতি, দেবের সম্মান
কি জানে মানব;
দেবের গৌরব রাখি আছে কি গৌরব।

শ্রীবৎস। চিন্তা পরিহর,
নিরন্তর ভাব সার, যুক্তি পাবে পরিষ্কার।
দেবতার দ্বন্দ্বে মন্দ মানবের বটে,
দৈব বলে পাব পরিত্রাণ,
রবে দেবতার মান।

মন্ত্রী। বির্য্যবান তুমি নরপাল,
বিজ্ঞতায় বৃহস্পতী সম;
রাখ মান রাজ্যের কল্যাণ।

শ্রীবৎস। রবে মান—চল সার পথে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুসুম-কুঞ্জ।

(চিন্তা ও সখীত্রয়।)

সখিগণ। খাম্বাজ—যৎ।

বন-সঙ্গিনী রঙ্গিনী, কুঞ্জ-বিহারিণী,
প্রেম-সোহাগিনী লো।
হের সখি অলিকুল, মুকুলে করে আকুল,
ব্যাকুলা বালিকা মরি মানিনী লো॥
উথলে অধরে সুধা, কেন প্রাণে প্রেমক্ষুধা,
বাসনা কলিকা সুধা-দায়িনী লো।

১ম, সখী। পুরুষ কঠিন, হের কঠিন ভ্রমর
মনোচোর কুসুম-বান্ধব;
উথলে অধরে সুধা, সুধা আসে ধায়,
প্রেম চায় ছি! ছি! কলিকায়!

২য়, সখী। আমরি বালিকা হের লজ্জায় লজ্জায়
বিকাসে মধুর আভা।
মধুকর কেন নাহি জায়;
কে কোথায় দেখেছে এমন!

৩য় সখী। সে ত থাকে না স্মরণ, সে ত থাকে না স্মরণ,

সরমের সনে নব নব আলিঙ্গন
গোপন চুম্বন সখি গোপন চুম্বন।

চিন্তা। শিখেছ সঙ্গিনী কত নব-রস কথা,
সুধা-গাঁথা বচন তোমার;
কহ সত্য কার সনে করিছ বিহার?

৩য় সখী। সমীরে সোহাগ পাই, সমীরের সনে যাই,
সমীরে জানাই সখি মনের বেদন,
স্বভাব মাধুরী হেরে সুখি অনুক্ষণ।

চিন্তা। কুসুম-মাধুরী হের বিবিধ বরণ,
সন্ধ্যার গগণে যেন রঞ্জিত নীরদ;
সরোবরে শ্যাম-ছায়া অপরূপরাশি,
এ কুঞ্জকানন তাই সদা ভা[illegible]সি।

১ম, সখী। রাজা যদি কুঞ্জে রয়,
ভালবাসা ভাল হয়,
নিকুঞ্জ-আসন সখি থাকে দিবারাতি,
আমরাও হেসে খেলে কত ছল পাতি।

সখিগণ। পিলু—খেম্‌টা।

নিকুঞ্জ কুসুমহার ধর ধর লো।
অনুরাগে গাঁথা সখি পর পর লো॥
নিশির সুগন্ধ কলি, নটবেশে বাসে অলি,
ফুটিলে যৌবন কলি, জ্বর জ্বর লো,
নাগর আসিছে হের সর সর লো।

[সখিগণের প্রস্থান

(শ্রীবৎসর প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। শান্তি রমণীর কাছে,
শান্তি বিপিনে স্বাধীন,
হেন দিন কার!
অসার সংসার মায়া মানব ভূষণ।
নিকুঞ্জ মাধুরী হেরি বিষণ্ণ অন্তর!
নিরন্তর আনন্দ যাহায়,
গগণের চারু শোভা সন্ধ্যা-সমীরণ,
মনের বেদন গায়,
পাছে প্রিয়াকে জানায়,
যাই যথা আনন্দ দায়িনী!

চিন্তা। এ[illegible] নাথ!
প্রসন্ন বদন কেন বিষণ্ণ এখন,
কি কারণ মুখে হাসি নাই;
কহ প্রভু! দাসি আমি চরণে জানাই।

শ্রীবৎস। আদরিণি আকুলা কি লাগি!
রাজ্যের কুশল চিন্তা করি অনুক্ষণ,
ক্ষুন্ন কভু প্রসন্ন কখন;
চিন্তাকুল মানব প্রকৃতি,
কভু দেখ নাই সতি!
সরলতা সহাস্য বদন,
রাখ প্রিয়ে জীবন-সঙ্গিনী।

চিন্তা। কোথায় আনন্দ নাথ,
কোথা হাসি আর?

অধিকার কি আছে বালার,
সতীর পতিই সব অঙ্গ আভরণ,
সঙ্গের জীবন সুখ-দুঃখ আদি যায়,
কেন তায় এ গোপন;
কাতর না হবো প্রভু,
কর সত্য বিষাদ কির্ত্তন।

শ্রীবৎস। কঠিনের কোমল সঙ্গীত,
নারী প্রাণে সয় কি না সয়।
শুন সতী অপরূপ কথা!
শনি লক্ষ্মী দ্বন্দ্ব করি আইলা সভায়;
সভয়ে রাখিনু মান;
আমায় মধ্যস্থ রাখি কহে [illegible] দেবী,
কে শ্রেষ্ঠ দোঁহার মাঝে কহ মহাশয়;
অবাক হইনু, শেষে বিবেচনা মতে,
ভিক্ষা মাগি আজিকার দিন,
বিদায় করিনু দোঁহে।

চিন্তা। কবে সে বিচার প্রভু?

শ্রীবৎস। আগামী প্রভাত;
বজ্র-পাত ভীম গরজন,
শুনেছ সুন্দরী,
তাহতে অধিক তেজ দেবতার কোপ,
সত্যাশ্রয় মোক্ষের সোপান,
মুক্তি আছে চিন্তা নাহি রাণী,
এস ত্বরা,

অবসান প্রভা হের ঘোর আয়োজন
কোথা সখী সব ?

চিন্তা। কুসুম চয়নে গেছে আসিবে এখুনি।

শ্রীবৎস। এসো সবে, বিলম্ব করোনা।

[প্রস্থান।

চিন্তা। আনন্দ প্রতিমা কেন বিষণ্ণ এখন !
উথলে বিষাদ রাশি অন্তরে আমার,
অন্ধকার ঘোর ঘটা—চমকিল প্রাণ ;
একি ! কোথা ধায় বিচঞ্চল মতি।

থাম্বাজ—মধ্যমান।

কার তরে [illegible] উদাসিনী, বিষাদ সঙ্গিনী কায়।
কিলাগি সরল তারে, মনের বেদন গায় ॥
মমতায় মুগ্ধ প্রাণ, মনো দুখ করে গান,
কি হেন প্রমাদ হবে, কি করি উপায়।
হায় রে অন্তরে কেন বাসনা বিদায় ॥

(সখীত্রয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম-সখী। একি ! প্রাণসখি, কহ কাঁদ কার তরে
কি মনোবেদন তব সম দুখি মোরা।

চিন্তা। কি আর কহিব সখি ! বিদরে হৃদয়,
প্রাণেশ্বরে—বিষণ্ণ হেরিনু,
একুঞ্জ কণ্টক মম চল ত্বরা করি,

প্রাণ-ধরি হেরি প্রাণ-পতি।

১ম, সখী। চল সখি, চল যাই পুরে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়ন-কক্ষ।

(শ্রীবৎস ও চিন্তা।)

শ্রীবৎস। ভাগ্য মান্য—ভাগ্য গণ্য—ভাগ্যে ভাগ্যধর,
ভাগ্যে ভাগ্যহীন—
চিরদিন ভাগ্যাধীন জীব;
সজীব প্রতিমা জাগে অন্তরে আমার,
বহুভার ভাগ্য-গুণে মোর,
লক্ষ্মীরে করিব শ্রেষ্ঠ যা থাকে কপালে!

চিন্তা। শনি-কোপে সন্দেহ আমার,
বুঝি ছারখার হবে রাজ্য!

শ্রীবৎস। কার্য্য না ভুলিব যদি যায় রাজ্য-বাস,
বিশ্বাস অটল মোর—সত্য সার পথে
অন্যমতে নহি আমি,
সত্যস্বামি—
অনুক্ষণ জাগে হৃদে বিলক্ষণ জানি;
আদরিণি!

সত্যের মহত্ব যদি থাকে ইহকালে,
দৈববলে পাব পরিত্রাণ,
ক্ষুণ্ণ প্রাণ কেন ফুল্লমুখি ?

চিন্তা। বিরস বদন হেরি ক্ষুণ্ণ প্রাণ প্রভু।

শ্রীবৎস। সোহাগ-সর্ব্বরী প্রিয়ে বিষাদে পোহায়,
মন্দ পথে গ্রহচক্র প্রকাশিবে কালি,
আজি কেন গাই অমঙ্গল।

চিন্তা। দেব-দ্বন্দ্ব ভঞ্জিবার শক্তি কি নরের !
কে রাখিবে দেবতার মান
কর্ম্মফল—সকলি বিফল মম।
কোন্ দেব রুষ্ট মোর প্রতি !
প্রাণপতি কি হবে উপায় ?

শ্রীবৎস। কি হবে উপায় চিন্তা ! চিন্তা কি এখন,
বিপদ বারণ হরি রক্ষিবে আমায়,
ভাবি তাঁয় কায়মনে।
প্রসন্ন হইবে শনি—লক্ষ্মী নারায়ণী
নারায়ণ পক্ষ যাঁর।
প্রিয়ে সুখ দুঃখে এ জীবন।
বুঝ তত্ব—রাখিতে মহত্ব ভবে
দেব-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ মানব।

চিন্তা। দেব-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ মানব
অসম্ভব এ ঘটন !
দৈব বিড়ম্বন প্রভু, দৈব বিড়ম্বন।

শ্রীবৎস। দৈব বিড়ম্বন—দৈবাধীন সব,

কর্ম্ম ফল অবশ্য ফলিবে,
কেন তায় বিষাদ ভাবনা।

চিন্তা। প্রাণ কাঁদে—নারী আমি নরনাথ!

শ্রীবৎস। সরলতা—নবীন মমতা
নারী কাছে বহু দিন রয়।

চিন্তা। আকুল অন্তর, নিরন্তর কত মনে হয়,
যেন সুখদিন ফুরায় ফুরায়!

শ্রীবৎস। চিরদিন সমান না যায়!
কভু ভাগ্যবান—কভু দীনতা-নিশান,
খেদ কি তাহায় প্রিয়ে!
শান্ত কর মন, সারাৎসার ভাব সদা,
দীননাথ রাখিবে এ দিনে।

চিন্তা। নিরব যামিনী কাঁদে—কাঁদে ঝিল্লি রব,
নির্ম্মল গগণে কাঁদে তারা শশধর!
মন্দগতি কাঁদে সমীরণ,
আরক্ত বরণ হের নিশা অবসান—
কোকিলের গান
মধুর সুতান কেন বিষাদ জানায়!
দীননাথ উদিবে সত্বর,
প্রমাদ-প্রভাত প্রভু আসিবে এখনি।

শ্রীবৎস। বুদ্ধিমতি হও স্থিরমতি।
প্রজাপতি যা লিখেছে ভালে
অবশ্য ফলিবে প্রিয়ে কালি প্রাতঃকালে
এ বিচারে যুক্তি নাহি,

মুক্তি নাহি কভু দেব-শক্তি বিনে।
চন্দ্রাননে! শান্ত হও
কার্য্য-কাল সন্নিকট মম,
হের অবসান বিভা।

চিন্তা। প্রাণপতি! রাখ দাসীর মিনতি
অন্যে দেহ ভার ;
রাজ-কার্য্যে কার্য্য নাহি আর
এ বিচার ছারখার তরে।

শ্রীবৎস। যুক্তিমতে হইবে সকলি,
কাত্যায়নী ব্রত তব—
ভাব তারা কুদিন-বারিণী।
আদরিণি! যাই সভাস্থলে
এ আদর রবে চিরদিন।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

চিন্তা। অবোধ অন্তর রাখ দাসীর মিনতি
প্রাণপতি আদেশিল যাহা।

গৌরী—ঢিমা তৃতাল।

শুম্ভ-সোহাগিনী।
সারদে-বরদে-বামা, বিঘ্ন-বিনাশিনী ॥
রাখ মা দেবের মান, কর মা দীনে কল্যাণ,
কাতরে করুণাময়ী হের হর ভাবিনী ॥
শঙ্কটে রাখ শঙ্করী, গিরিসুতা শুভঙ্করী,

আতঙ্কে অম্বিকে মরি, রক্ষ নগেন্দ্র-নন্দিনী।
অসময় কোথা শিবে, সদা শিব-সিমন্তিনী ॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণ ও রজতাসন স্থাপিত,
শ্রীবৎস, মন্ত্রী ও অমাত্যগণ।)

শ্রীবৎস। শুন পাত্রগণ!
আয়োজন হয়েছে সকল?
নীরবে বিচার হবে;
কনক আসন শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট রজত,
এক মত হও সবে,
কর্ত্তব্য নিকট বুঝ।

মন্ত্রী। দেব! যুক্তি মানি শির পাতি।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

(স্তব।)

শ্রীবৎস। উচ্চ সমাগম, তুচ্ছ নিবাসে,
কাল পূর্ণ কাল, ভাগ্য করতাল
কিরণে বাজিবে, কি ফল আশে।
জয় সূর্য্যসুত, শনি শক্তিধর,

জয় সিন্ধুসুতা, বালা বিঘ্ন হর,
সম্পদদায়িনী, শান্তি প্রদায়িনী,
রক্ষ নারায়ণী দীন দাসে ॥
কাতর কিঙ্কর, কম্পিত কলেবর,
কম্পিত ধরাধর, শঙ্কা-পটে।
ঘোর দরশন, ঘন ঘন গরজন,
কাল-সমীরণ, কাল রটে।
জয় পূর্ণ তেজঃরাশি, গোলক-নিবাসী,
আলোক দেহি দীনহীন জনে।
দীনবন্ধু দুঃখ নিবারণে ॥

লক্ষ্মী। অনুকূল দেবকুল কীর্ত্তিবান তুমি,
কীর্ত্তি রাখ কর সুবিচার।

শ্রীবৎস। অভয় আশ্রয় দানে রাখ রাজ্য-বাস,
যোগ্যাসন—
যথা যোগ্য স্থান লভ কৃপা করি দীনে।

(সুবর্ণাসনে লক্ষ্মী ও রজতাসনে শনির উপবেশন।)

শনি। মহারাজ! অঙ্গীকার বদ্ধ তুমি,
শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট কেবা কহ নরপাল?

শ্রীবৎস। সাক্ষ দেব দামোদর, সাক্ষ শূলপাণি,
সাক্ষ মা ভবানী, সাক্ষ চন্দ্র সূর্য্য তারা,
গ্রহ অষ্টবসু,
দিক্‌পাল দিগ্বিজয়-পতি,
প্রজাপতি,
দেবের সমাজ সাক্ষ, সাক্ষ ইষ্টদেব,

দেব দেবী হও সদয় এ দীনে,
যথাযোগ্য জ্ঞানে কহি
দক্ষিণে প্রধান বাস, বামে সাধারণ,
স্বর্ণাসন শ্রেষ্ঠ জন পায়।

শনি। কি! নিকৃষ্ট করিলি মোরে,
এত অপমান,
দেবের সম্মান না রাখিলি দুরাশয়;
শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী তোর,
শ্রেষ্ঠাসন সুবর্ণে তোমার,
ছার খার হবে রাজ্য;
শনির প্রতাপ পূর্ণ তেজঃরাশি,
এখনি দেখাব তোরে;
মহাজ্ঞানী জ্ঞানে বরিনু তোমায়
সুবিচার পতি;
কুমতি হইল তোর,
দুষ্টা লক্ষ্মী করিলি সহায়,
থাক—থাকরে দুর্ম্মতি,
দীনগতি করিব সত্বর,
প্রতিফল—কোপানলে দিব,
সংহার! সংহার বেশ হের নিচাশয়।

[কোপাগ্নি উদ্গারি শনির প্রস্থান।

লক্ষ্মী। অভয় অভয় রাজা দানিনু তোমায়,
ছায়া সম রব সাথে যাবৎ জীবন।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(কতিপয় প্রজার প্রবেশ)

১ম, প্রজা। সর্ব্বনাশ হ'ল মহারাজ!
জ্বলে অগ্নি চারিদিকে,
ছারখার হইল সংসার।

২য়, প্রজা। ওহো, পুড়ে গেছি রাজা!
পুড়েছে সংসার মম,
দ্বারা-সুত পুড়েছে অনলে।

৩য়, প্রজা। গেল রাজা ভস্ম হ'ল দেশ,
পিপাসায় প্রাণ ফেটে যায়।

শ্রীবৎস। কি দেখ অমাত্যগণ,
বিধাতার নিবন্ধন,
গোপন ললাট লিপি প্রকাশিল এবে;
কি হবে উপায়, কোথা যাই—হে মধুসূদন!
বিপদ-ভঞ্জন হরি কোথা এ সময়!
কে সদয় আছে?
প্রজাগণে বারি দান কর কৃপা করি।

মন্ত্রী। প্রভু! কর সদুপায়,
হের রাজ্য ছারখার!

শ্রীবৎস। উপায় ঈশ্বরের হাত,
যাও সবে, সময়ে কহিব কথা।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।



শয়ন কক্ষ।

(শ্রীবৎস ও চিন্তা।)

শ্রীবৎস। প্রিয়ে হের সর্ব্বনাশ!
ধূধূ জ্বলে প্রজা-বাস
হতাস হইনু আমি
নির্ব্বাসিত হ'ল দেশ,
শনি কোপে মহা ক্লেশ,
দীনবেশ পরিব সত্বর।
যাও প্রিয়ে, পিত্রালয়ে
সমাদরে রবে তথা,
দেখা হবে যদি রয় প্রাণ।

চিন্তা। প্রাণনাথ! কোন্ প্রাণে কও,
নিদয় কি হেতু প্রভু! কোথা যাব আমি
ত্যেজিয়ে তোমায়,
এ কথায় ব্যথা না পাইলে,
পাষাণে বাঁধিলে বুক কার মুখ চেয়ে?
প্রাণ কাঁদে হে জীবন-সখা,
দাসী আমি ধরি দুটি পায়।

শ্রীবৎস। সতি!
সত্যে যদি থাকে মন,

রক্ষিবেন নারায়ণ,
রণে বনে দুর্গমে বান্ধব!
বৈভব বিহীন আমি
দীনবেশে দেশান্তরী হবো,
কখন নগরে কভু বনে বিচরণ,
দুর্ব্বল জীবন হবে ক্ষুধায় তৃষায়,
অনাহারে যাবে কতদিন!
বন-ক্লেশ, ভিখারীর তরে।

চিন্তা। ভিখারিণী আমি,
সঙ্গে রব, চরণ সেবিব,
মন ব্যথা অঞ্চলে রাখিব সদা
মুছিয়া নয়ন।

শ্রীবৎস। আহা! জীবন-সঙ্গিনী মম,
সঙ্গে রবে—
বিপাকে পড়িবে সতী ভিখারীর সনে।

চিন্তা। মহেশ ভিখারী সনে মন সুখে রবো,
পতিসেবা ব্রত মোর রবে চিরদিন।

শ্রীবৎস। প্রিয়ে! অনেক যন্ত্রণা আছে শ্রীবৎসের ভালে,
কেন তায় সমভাগী হবে?

চিন্তা। তব সনে—
কাননে আনন্দ পাব চরণ সেবায়,
ক্ষুধায় তৃষায়, কাতর না হবো প্রভু!
বনলতা—
বনের মমতা দানে তুষিবে আমায়,

দেবতায় হবে অনুকূল।

শ্রীবৎস। প্রতিকূল শনি-কোপে রাজ্য ছারখার,
এ সংসার সুখ-নিকেতন,
রোদনের ঠাঁই এবে,
কোথা যাই—কোথায় জুড়াই প্রাণ!
রুদ্ধপথ হেরি চারিদিকে।

(দৈববাণী)

সম্বর রোদন রাজা!
আমি লক্ষ্মী,—
ছায়া সম রব সাথে,
শনি কোপে কষ্ট কিছু দিন;
সুদিন আসিবে পুনঃ
রাজ রাজেশ্বর আমি করিব তোমায়।

শ্রীবৎস। শুন প্রিয়ে দৈববাণী,
নারায়ণী দানিলা অভয়।

চিন্তা। চলনাথ, দেশান্তরে যাই
হেন রাজ্যে কাজ নাই,
কাজ নাই এ ছার সম্পদ,
মুক্তিপদ-আসে চল ভ্রমি বনে বনে।

শ্রীবৎস। চন্দ্রাননে! চায় প্রাণ,
হৃদি মাঝে রাখি সদা হৃদি-বিলাসিনী,
রে কঠিন প্রাণ! পাষাণে গঠন তব,
সঙ্গে যায় রাণী ভিখারিনী!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন, সম্মুখে মায়া-নদী।

(শ্রীবৎস ও চিন্তা।)

শ্রীবৎস। কত রত্ন আনিয়াছ সার রত্ন তুমি
বহু ভার হয়েছে আসন,
রেখেছ কি রজত কাঞ্চন ?

চিন্তা। রাজ আজ্ঞা পালিয়াছি প্রভু!
মাণিক-অঙ্গুরী,
রাজমতি তব কণ্ঠহার,
প্রবাল পরশমণি বহু মূল্য যাহা
রেখেছি আসনে,
অন্য ধনে স্পর্শি নাই আমি,
চিন্তামণি, অমূল্য রতন
পথের সম্বল আছ তুমি প্রাণ-পতি।

শ্রীবৎস। প্রিয়ে!
হের বিজন কানন,
তরঙ্গিণী অকূল পাথার,
হের উন্মাদ তরঙ্গমালা
ঘোর গরজনে
নাচিছে অনন্ত কায়া উন্মাদিনীবেশে ;

কি উপায় করি!
নাহি তরী কেমনে হইব পার,
নাহি কর্ণধার অপার কাণ্ডারী।

চিন্তা। অপার কাণ্ডারী প্রভু, শ্রীমধুসূদন,
বিপদ ভঞ্জন হরি রক্ষিবে ভকতে,
হের নাথ! আসে কর্ণধার।

(ভগ্নতরী লইয়া নাবিকবেশে শনি উপস্থিত।)

শ্রীবৎস। হে নাবিক!
বহু পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়,
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ, পার কর আশু।

নাবিক। আমার সঙ্গে চালাকি,
দিতে চাও আমায় ফাকি?
রও—চেনা চেনা দেখ্‌ছি কার মত;
ওঃ! বোঝা গেছে বাহাদুরি,
পরের নারী ক'রে চুরি
রাতারাতি পার হচ্চো নদী,
তোমায় এবার ধরি যদি?

শ্রীবৎস। শুন প্রিয়ে!
উচ্চভাষে অধম নাবিক,
কুদিনের কার্য্য এই মত।

চিন্তা। অধমের অন্ধ দুনয়ন,
মধুর বচনে তোষ অজ্ঞান নাবিকে,
রবে মান, হবো নদী পার।

নাবিক। করছ কি কাণাকাণি,
হাঁটা দিবে বেয়ে পাণী ?
অগাধ পাণী জলে কুমীর ভাসে
দুজনে কেও না হাসে ;
দেখ, ভাল মানষের কাল নাই,
পরিচয় জানতে চাই,
সাদা কথায় সত্য কওনা ভাই !
আমি না হয় এগিয়ে যাই ;
কথা যদি খাঁটি কও,
সচ্ছন্দে পার হও,
আপন দোষে বাঁচ কিম্বা মর।

শ্রীবৎস। শুন সুজন নাবিক !
অধিক কি কব আর !
এ সংসার বিষাদের ঠাঁই মম,
ছিনু পৃথিবীর পতি,
এ দুর্গতি দৈব বিড়ম্বনে,
শ্রীবৎস আমার নাম চিন্তারাণী এই।

নাবিক। তাল বেতাল সিদ্ধ ছিল কোথা তারা সব ?
কোথা মন্ত্রিগণ তব কোথা বা বান্ধব,
এমন বিপদে তারা রহিল কোথায়।
এমন বিপদে তারা না হ'ল সহায় ?

শ্রীবৎস। কেহ কারো নয় ভাই, কেহ কারো নয়,
দিন ক্ষয়—'
উদয় পতন নিতি হেরি দীনতায় ;

ভবের বিভ্রম লীলা হ'লে অবসান,
দিব্যজ্ঞান পায় জীব ;
জীর্ণতায় গেল এ জীবন,
হে সুজন !
পার কর কাতর হয়েছি দোঁহে।

নাবিক। হের ভগ্নতরী,
কেমনে করিব পার,
একা তুমি নও, সঙ্গে বাঁধা নারী।
আবার একটা কাঁথা সাথে !
ওটা না হয় যাবে হাতে,
একবারে না পার্ব্বো ভাই,
হাতে ত যাবে কাঁথা ; বেশি ভারি নয়,
তোমার কথায় বিশ্বাস হয়,
না হয় তুলে দেখে যাই।
ও মশাই ! এটা যে বিষম ভারি,
একবারে নেযেতে নারি,
পারি যদি একে একে যাও ;
আমার ঘাড়ে কাঁথা দাও !
ইচ্ছা হয় চল—
না হয় খুলে বল ?

শ্রীবৎস। ভাল, লও কাঁথা
চল ত্বরা ক্ষুধায় কাতর প্রাণ।

নাবিক। আর কোথা যাবে—কাঁথাটি কি পাবে !
এস চলে !

ভাঁটা হ'লে দেরি প'ড়্বে ভারি,
সার ভাঁটায় নিয়ে যাবো
উল্‌টা ঝিঁকে মারি।

শ্রীবৎস। চল সাধু দুর্ব্বল বান্ধব।

(শনিকর্ত্তৃক কাঁথা হরণ ও মায়ানদী অদৃশ্য।)

একি! জাগ্রত স্বপন,
কোথা সে কাণ্ডারী,
কোথা নদী অকূল পাথার,
স্বভাব চাতুরী হেরি নূতন কৌতুক
ছায়াবাজি প্রায়!
কোথায় এখন আমি!
কহ প্রিয়ে, হে জীবন-সখি!

চিন্তা। শনি করতলে প্রভু, দৈব-মায়াজাল।
হা! নিদয় বিধি,
কাঁদিতে না পারি আর,
অনাহার, পথশ্রম ভার
যন্ত্রণার একশেষ জীবন সংশয়।
রে কঠিন!
এখন' বঞ্চনে সাধ,
কতকল্পে বিনাশিবে ভিখারীর প্রাণ।
রে পাষাণ!
হের প্রাণপতি মম,
সসাগরা পৃথিবীর পতি,

দীনগতি বান্ধববিহীন,
অনশনে ক্ষীণ কায়
কোথা যায়, দেখরে নির্দ্দয় !

শ্রীবৎস। প্রিয়ে !
মায়াঘোর ভাঙ্গিল আমার,
মায়াজাল স্বচক্ষে দেখিলে সতী।
সত্যে রাখ মন,
সত্য নারায়ণ, করিবে কল্যাণ ;
অনাহারি আছি দোঁহে,
তৃষায় আকুল প্রাণ,
চল ধীরে ধীরে
বনে যাই জীবন-ভিখারী !

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—চিত্রধ্বজ বন।

(ধীবরদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম, ধীবর। কপাল পোড়া, ওরে ছোড়া,
অনামুখো হলি তুই।
নূতন জালের খালকেটে আজ
পালিয়ে গেল রুই॥

না যদি তোর বোনাই হতেম,
ন্যাড়া মাথা চিবিয়ে খেতেম,
পাকা রুয়ের দেখা হ'ল সার।
সত্যি তুই অনামুকো,
দেখ্‌লে দিন যায় শুকো,
বাঁদর মুখের গড়ন চমৎকার ॥

২য়, ধীবর। দ্যাখ, বাড়াবাড়ি ঢেকে রাখ,
বসিয়ে দিব মাথায় টাক,
এক চাপড়ে ভাঙব দাঁত পাটী।
জানিস্‌—পেট্‌টি আমার মদের ভাঁটি ॥

১ম, ধীবর। রাগিস্‌ কেন মকর মুকো,
ফষ্টি নাষ্টি বোঝ্‌।

২য়, ধীবর। রেখে দেও ফষ্টি নাষ্টি,
দিতে চাও গলায় ফাঁশটী,
লোকের কাছে অনামুকো হ'লে,
মুক, দেখাবো কি বলে?

১ম, ধীবর। নারে ভাই সোণার চাঁদ,
পায়ে গরল কাঁদে দাদ্‌,
বাদারাদি হাসিখুসি হ'ল,
এখন বাড়ি চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। প্রভু! চলিতে না পারি আর
তৃষায় কাতর প্রাণ,

হের সরোবর—সুশীতল বারি,
শতদল শোভিছে সুন্দর ;
বনমাঝে কুসুম কানন,
পাখী করে গান,
রম্য স্থান এই ;
প্রভু! কর অনুমতি,
বিশ্রাম করিব হেথা।

শ্রীবৎস। প্রিয়ে! ভাগ্যহীন আমি,
ভিখারিণী করিনু তোমায় ;
ক্ষুধায়, তৃষায়,
বনমাঝে কাতরা হইলে সতী ;
হে মধুসূদন
রাখ প্রাণ বিপদ-বান্ধব।
এই তরুতল,
সভাবের শীতল আসনে,
বিশ্রাম করহ ক্ষণ,
আসিব এখনি, বারি, বনফল লয়ে।

[প্রস্থান।

গৌর সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

হে বিন্ধ্যবাসিনী, বিঘ্নবিনাসিনী,
তাপহরা তারা কালিকে।
হের মা বিজনবাসী, তৃষাতুর উপবাসী,
অন্নদে অভয় দে মা, নগ-বালিকে ॥

অবশ হ'ল রসনা, রহিল মনোবাসনা,
দেখ মা দুর্গতি দুখ নাশিকে ॥

চিন্তা। কোথা পতি!
কতদূর গেলে প্রভু,
একাকিনী বনমাঝে আমি,
প্রাণ কাঁদে এস প্রাণনাথ!

(শ্রীবৎসর প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। বিচঞ্চল মতি মোর,
পদ্মপত্রে বিচঞ্চল বারি;
নারিনু আনিতে সতী;
নিকট তটিনী তীরে আছে বনফল,
সুশীতল বারি তথা।
চল প্রাণেশ্বরী,
পাষাণপতির সনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কানন।

(ধীবরদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম, ধীবর। সাধে বলি তুক অনামুকো,
এই দ্যাখ—ফেলে যাচ্ছিস গাঁজার হুঁকো।

২য়, ধীবর। অবাক্ কল্লি মোরে,
কেমন করে ভাই, পড়্‌লো হুঁকো
জাল থেকে সরে।
১ম, ধীবর। তুই যে থর্‌থরে ;

(শ্রীবৎসর প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। মৎস্যজীবীগণ !
আছি অনশন,
জীবন সংশয় হের ক্ষুধায় তৃষায়,
ক্ষীণকায় দীনগতি মোর,
মীনদানে প্রাণদান দেহ কৃপা করি।
১ম, ধীবর। হরি—হরি—হরি !
মোরা কি ডাঙ্গায় মাচ ধরি,
আমরা জলের পোকা,
অগাদ জলে ভাসি,
জাল-যুদ্ধে গেল দিন,
একটীও না পাই মীন,
ফিরে যাচ্ছি ঘরে দাদা,
হেসে দেঁতোর হাসি।
শ্রীবৎস। ভাল, যাও পুনর্ব্বার,
এইবার পাবে বহু মীন,
মনে রেখো আমি দীনহীন।
১ম, ধীবর। লোক্‌টার কথা ভাল,
আবার চল—অগাধ জলে যাই,

ফিরে আস্‌বো ভাই!
কিছু যদি তিনখেপে না পাই।

[ধীবরদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কোথা তালবেতাল মিত্র এস এ সময়,
দীনবেশে অঙ্গীকার বদ্ধ আমি;

(তালবেতালের প্রবেশ)

তাল। রাজ আজ্ঞা পালি দিবারাতি,
কহ রাজা কোন কার্য্য ভার।

শ্রীবৎস। নাহি অন্য কার্য্য আর,
রাখ মোর বাক্য,
মৎস্যজীবীগণে দেও রাশি রাশি মীন।

বেতাল। প্রভু!
তব আজ্ঞা এখনি পালিব মোরা।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। নীরব কানন গায় বিষাদ-কাহিনী,
আদরিণী মানস-মোহিনী সনে,
বনে বনে যায় দিন হে দীনবান্ধব।

(ধীবরদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম, ধীবর। দ্যাখ!
ব্যাটা ভাই যাদুকর,
চেহারা কি ভয়ঙ্কর,

আগুণ যেন জল্‌ছে গায় ?
কে বাবা ওর কাছে যায়।

২য়, ধীবর। যাদুকর নয়রে বোকা যাদুকর নয়,
মাথাল ঠাকুর বলে মোর হতেছে পেত্তয়।

২য়, ধীবর। তবে আমি এগিয়ে যাই,
পায়ের ধূলা চেটে খাই,
দোহাই বাবা মাথালঠাকুর,
চিনেছি তোমায়,
কি দিয়ে আর পূজা কর্‌বো
শকুল রাখি পায়।

শ্রীবৎস। মীন দানে রাখিলে জীবন,
সুখি হও মৎস্যজীবীগণ।

১ম, ধীবর। বর দেও বাবা ঠাকুর, যেন রোজ মাছ পাই,
তুলে দাও মাথায় পা,
ভাল হোক কুঠে গা,
নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে যাই!

২য়, ধীবর। আমি বুঝি অম্‌নি যাবো,
ঘাড়ের দাদ্ ভাল কর্ব্বো,
মার ঠাকুর কসে এক লাথি,
রসো বাবা, ঘাড় পাতি।

শ্রীবৎস। অজ্ঞান ধীবরজাতি সরল অন্তর,
কোথা হরি রাখ মান দেব পিতাম্বর,
যাও সবে—
স্বাধীন জীবনে রও সুখি চিরদিন

দীনহীন আমি।

ম, ধীবর। বাবা, আবার কাল পূজো দিব
নমস্কার করি।

[ধীবরদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। দগ্ধ করি এ শকুল রাখিব জীবন ;
বহুক্ষণ আছি হেথা,
দেখি কোথা বিষাদ-সঙ্গিনী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বন-কুঞ্জ।

চিন্তাদেবী।

চিন্তা। আহা! সুন্দর কানন,
শ্যাম তরুরাজি,
ফল ফুলে ভাগ্যবতী সবে ;
সুশীতল স্বচ্ছ-নীরে সারসীর কেলি,
সরোবরে শোভে শতদল
বনফুল বিবিধ বরণ,
কার এ বিহার-কুঞ্জ বিরামের ঠাই!
ছিনু সঙ্গিনীর সনে নিকুঞ্জে আমার
পড়ে মনে এইরূপ সারসীর কেলি,

পড়ে মনে পতির সোহাগ,
প্রসন্ন বদন অনুক্ষণ পড়ে মনে,
জীবনের সার আলিঙ্গন
বিদায় করেছি বনে প্রবেশি যখন।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। প্রিয়ে! নিদ্রিতা কি ছিলে এতক্ষণ ?
চিন্তা। নাহি জানি বাঞ্ছিত বিরাম নিদ্রা ;
নিত্য কাম,
নয়নের বারী মুছি অঞ্চলে আমার,
ললাটের বিষাদ কীর্ত্তন
নির্জ্জনে বসিয়া শুনি,
চিন্তামণি, অন্য চিন্তা নাই।
শ্রীবৎস। সতি! ক্ষুধাতুর আমি,
ধর এ শকুল মৎস্য দগ্ধ করি দেও।
চিন্তা। প্রভু! ভক্ষিলে শকুল দগ্ধ শনি-দৃষ্টি যায়,
ভাল হ'ল, আনি মীন দগ্ধ করে।
(স্বগত) হা মধুসূদন,
দগ্ধ মীন দিব রাজ-করে!

[চিন্তার প্রস্থান।

শ্রীবৎস। উদ্বেলিত প্রাণে কি উদয় আজি পুন!
কেন উথলে বিষাদ-সিন্ধু উগ্রতেজ ধরি।
রে পাষাণ প্রাণ!
অচল হইয়ে ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ হও!

অস্থির সাগর হবে এখনি সুস্থির
স্বভাবে বিভিন্ন ভাব ধরিবে সত্বর ;
সুমন্দ সমীর সবে সুস্থির করিবে
হেন দিন নাহি রবে মোর,
শান্তি দেহ হে হৃদয়পতি।

(চিন্তার পুনঃ প্রবেশ।)

চিন্তা। দগ্ধ মীন জীবন পাইল জলে,
শনি-ছলে এত বিড়ম্বনা।
ক্ষুধাতুর প্রাণপতি,
কি কহিব কি দিব রাজার করে!
দগ্ধ মীন পেয়েছে জীবন।
ছার প্রাণ—
পাষাণ বিদরে কেন আদরি তোমায় ;
এ বিষাদ লীলা—
বিজনে ফুরায় যদি যায় এ জীবন।

শ্রীবৎস। সতি! কেন অপরূপ ক্ষুণ্ণমতি হেরি,
কেন হেন ভাব, কহ বিষাদিনী ?

চিন্তা। হে মধুসূদন! লজ্জানিবারণ হরি,
রসনায় না সরে বচন,
রাখ মান এ দাসীর। (মূর্চ্ছা।)

শ্রীবৎস। অকস্মাৎ কেন প্রিয়ে বিজনে লুটাও!
উঠ চন্দ্রাননে পাষাণে বাঁধিয়া বুক

পাষাণ হয়েছি আমি,
মনোদুখ গগনে জানাও।

চিন্তা। প্রভু! কি কহিব আর,
ক্ষীর, সর, অমৃত আহার
রাজ করে দিয়াছিনু প্রেম-কর দান;
সেই রাজ করে, বিষাদ অন্তরে,
দগ্ধ মীন দিব সাধ,
সে সাধ ফুরাল
জলে গেছে দগ্ধ মীন নূতন জীবনে।

(শূন্যে শনি।)

শনি। রাজা! এত দিন পরে, কহি তোরে
পরিচয় লভ মোর।
আমি শনি—অধম করিলি যায়
কমলায় উচ্চাসন দিয়ে।
রাজ্য, ধন হরিয়াছি কাণ্ডারীরবেশে,
হরেছি অমূল্য কাঁথা মায়ানদী নীরে।
করেছি বিপিনবাসী ভিখারীরবেশ,
বনক্লেশ এ হ'তে অধিক আছে।
বিচ্ছেদ ঘটাব দোঁহে যত শীঘ্র পারি,
দুরাচারি!
সুপণ্ডিত জ্ঞানে বরিনু তোমায়
সুবিচার তরে,
মতিচ্ছন্ন হ'ল তোর,

লক্ষ্মীরে করিলি শ্রেষ্ঠ স্বর্ণাসন দানি।
চক্রপাণি চিনে মোরে রাম অবতারে,
রাক্ষস সংহার ভার আছিল যখন;
বাকল বসনে, বিজন কাননে,
রাম নির্ব্বাসনে আমার ভার;
জানকী হরণ, রাক্ষস নিধন,
ঘোর দরশন, করম যার;
নহে সে প্রধান!
এত অপমান করিলি মোর!
প্রতিফল শনি কোপানলে
দগ্ধিব তোমায় প্রাণে দহি আমি যত।

(অন্তর্দ্ধান।)

শ্রীবৎস। শনি-কোপ ভীম গরজন,
শুনিলে দুঃখিনী!
চল ভিন্ন দেশে যাই,
বনে আর বনফল নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বন।

কাঠুরিয়াগণ।

১ম, কাঠু। ঐ লাফিয়ে আস্‌ছে বাঘ;
২য়, কাঠু। বলিস কি, রস কত,
কটা আস্‌বে সেটার মত?
আজ আকাট বনে যাবো,
বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ খাবো।
৩য়, কাঠু। ঐ জন্যে না আসি বনে,
এরা কি মোর কথা শোনে,
ছেলেমানুষ শক্তি নাই গায়,
যদি আমায় ধ'রে খায়!
দেখ্! তোরা খানিক এগিয়ে যা,
আমি পাছে থাকি;
বাঘে কি কর্‌বে মোর,
আমার গায় নতুন জোর,
কিন্তু সাহস নাইরে ভাই,
কি করি বল্ দেখি?
১ম, কাঠু। তোর্ ত খুব সাহস ছিল,
এত শিগ্‌গির কিসে গেল?

৩য়, কাঠু। বল বুদ্ধি ভরসা
দাঁত প'ড়্‌লেই ফর্‌সা!

১ম, কাঠু। ওঃ! প'ড়েগেছে দাঁতের পাটি,
এইবার হয়েছিস মাটি।

৩য়, কাঠু। চোকের দোষ হয়নি ভাই,
এখনো সব দেখ্‌তে পাই,
এইটে চোক, এইটে নাক, এইটে তোর হাত,
কেমন বলেদিনু হাতে হাত!

১ম, কাঠু। ঐ, পেছনে তোর আস্‌ছে তেড়ে
মস্ত বুনোশোর,
সরে আয়, সরে আয়, বুড়ো নেশাখোর।

৩য়, কাঠু। হাত ধরে নেযারে ভাই,
ভয়ে কিছু দেখ্‌তে না পাই,
এবার বাঁচ্‌লে রাখ্‌বো বাপের নাম।

২য়, কাঠু। ওরে থাম, থাম, থাম!
বাপের নাম সবাই রাখে,
বাপ পিতমো কদিন থাকে,
এগিয়ে আয় বুড়ো,
তুই মোর আদ্দিকেলে খুড়ো!

৩য়, কাঠু। দ্যাখ, ভয়ে তবু কথা কই,
বয়স হয়েছে সই সই,
আধা বুড়ো তোরা যেমন,
তেমন আমি নই।

২য়, কাঠু। বন্ধু! আকাট বনে যাবে,

না হেথা থাবি খাবে ?

৩য়, কাঠু। আগে ভাই তোম্‌রা যাও
কাট গরান খুঁটি,
আমি তক্ষণ গাছে উঠি।
যদি বাঘ ভেড়ে আসে
মার্‌ব জেগে ঘুসি,
কেমন ভাই, তুই ত খুসি !

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ)

শ্রীবৎস। প্রিয়ে ! হের কাষ্টজীবীগণ,
আনন্দে মগন সবে,
দীনজাতি স্বাধীন সদাই !

চিন্তা। প্রভু ! তব সনে কাননে আনন্দ পাই,
দুঃখ নাই চরণ সেবায়।

১ম, কাঠু। ওরে, এরা অবার কারা !
চক্ষের জলে বইছে ধারা ;
দেখ্‌তে শুন্‌তে দিব্য ভাই,
চল্‌না এগিয়ে যাই !

৩য়, কাঠু। বুঝি কে ছল্‌তে এলো
আমি ত পালাই।

২য়, কাঠু। থাম্‌না বুড়ো,
আহা ! হর-গৌরী আস্‌ছে কেমন
আলো করে দেশ !

শ্রীবৎস। আশ্রয় কি দিবে দীনহীন জনে ?

অনশনে ক্ষীণকায়,
পতিপত্নি ভ্রমি বনে বনে।

১ম, কাঠু। দাদা! চিনেছি তোমায়,
কাঙ্গালির দেশে এলে কাঙ্গালিরবেশে।
নিয়ে চল লক্ষ্মী ঘরে লক্ষ্মীবন্ত হবো,
চিরদিন সুখে রবো,
দাদা! হেসে খেলে যায় দিন,
কষ্ট নাহি হেথা।

চিন্তা। প্রভু! চল কাষ্টজীবী-বাসে যাই,
বিজনে কাটাই দিন দীনহীনবেশে।

শ্রীবৎস। কি আর কহিব,
চিরদিন সমান না যায়।

২য়, কাঠু। মিতা! কাঁদ কেন?
কাঙ্গালির দেশে চল, সুখে যাবে দিন।

শ্রীবৎস। আহা, পুণ্যবান নীচজাতি উচ্চ আচরণ,
এ যতন ভুলিব না কভু।
স্বাধীনতা কাননে সদাই,
ক্ষুণ্ণ আমি মুখে হাসি নাই
তাই সঙ্গিগণ কয়।
বিষাদের হাসি, কেমনে হাসিব,
কেমনে কহিব কথা,
মনোব্যথা, এখনি বুঝিবে,
সব নব সহচর—সরল অন্তর,
শান্তিপূর্ণ বিজন-প্রদেশ;

সবে দুঃখ হীন,
কেন কাঁদিবে আমার তরে!

১ম, কাঠু। কেন ভাই, কাঁদ তুমি
ভয় কর কি বনে?
আম্‌রা আছি তোমার সনে,
এসো মিতা, এসো যাই মোরা।

[শ্রীবৎস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। নববেশ—
স্বভাবে দেখাতে পুনঃ আইনু কাননে,
কাষ্টজীবী সনে বিপিনে কাটাব দিন।
শুনেছি বিপিনবাসে অরণ্য-দেবের বাস;
অরণ্য রক্ষক যিনি,
নাহি জানি কোথা সে ঈশ্বর!
কাননে শুনাই মম বিষাদ সঙ্গীত।
ভীত নহি আমি, কণ্টকিত বনে
কণ্ঠাগত প্রাণ মোর, কণ্টকে কি ভয়!
সহিতে পারিব জ্বালা এ হ'তে অধিক,
মুমূর্ষু যেমন সয় অবসান কালে।
তরুবর! সবল আছ কি গুণে,
বহুরূপ কি গুণে তোমার!
নবীন পল্লব পাও নব নব পাতা,
ঊষা-হাসি হাস অনুক্ষণ,
প্রভাতে সুন্দর হেরি বাসন্তিকবেশ।

হীরা-হার পর প্রতিদিন,
দীনহীন মম সম নও!
যামিনীর অভিমান,
বিমান ঢাকিয়া আসে ঢাকিতে তোমায়।
পাতায় পাতায় রাখ কথা নাহি কও,
ঊষা-হাসি না হেরে বারেক।
সেই হাসি আমারে হাসায় যদি,
সন্ন্যাসীরবেশে
বনে যাই জনমের তরে।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সাগরকূল সাগর-বক্ষে বাণিজ্য-তরী।

(ব্যোমপথে শনি।)

শনি। প্রজ্জ্বলিত কোপানল, ব্রহ্মাণ্ড দহিবে
যদি না সম্বরি রোষ।
শ্রীবৎসের তরে কোপ সম্বরিব কেন?
আসে তরী বায়ুবেগে, এই কূলে যাবে,
শ্রীবৎসের ভাগ্য ফল দানি কিছু দিন।

(অন্তর্দ্ধান)

(কর্ণধারগণের গীত)

মিশ্র—কার্‌ফা।

পবনবেগে পানি ধায়রে পবনবেগে পানি।
সাত সাগরের মকর মোরা হো—ডহর জলে টানি ॥
নালা খালা সোতা সুতি হো—
জানি ভাল মোচড়-ঘোগের ঘানি।
ঐ ঠেক্‌লো কি কসে, তরী কেন যায় বসে,
বালির চড়ে চড়েছে রাণী ॥
মারণ ঠেলা হৈয়া—ঠেলা মারণ হৈয়া—
উপায় নাইরে ভাই, আর উপায় নাইরে ভাই,
বলবুদ্ধি ফুরিয়ে গেল আর কিছু না জানি।
মোরা আর কিছু না জানি ॥

(বণিকের কূলে অবতরণ)

বনিক। শুন কর্ণধারগণ!
অন্বেষণ কর লোক,
বদ্ধ তরী বালুকা আড়নে;
নিকট নগরে যাও,
কাষ্টজীবী আছে বহুতর।

(গ্রহাচার্য্যবেশে সাগরকূলে শনি উপস্থিত।)

গ্রহা। বণিক, মঙ্গল হউক তোর,

গণনায় সুপণ্ডিত আমি
পরিচিত সর্ব্ব ঠাঁই!

বণিক। অমঙ্গল হের দ্বিজ!
বাণিজ্য-তরণি মোর
পঞ্জর বালুকাবদ্ধ হয়েছে পাথারে।

গ্রহ। আশীষ করেছি, মঙ্গল হইবে তোর,
স্থির হও, গণি আমি।
চন্দ্রপক্ষ, তারাপক্ষ, পক্ষ দৈববল,
কার্য্য হইবে সফল।
বাপু হয়েছে নির্ণয়,
যদি মনে লয়,
অদূরে কাঠুরাবাস জনপূর্ণ স্থান,
যাও ত্বরা,
প্রকারে আনগে যত কাঠুরিয়া-নারী,
বামাদল স্পর্শিলে তরণি,
তখনি ভাসিবে জলে।
আশীর্ব্বাদ করি,
বিদায় হইনু আমি,
দীনদ্বিজ ভ্রমি এইরূপে।

বণিক। পুরস্কার কি দিব তোমায়,
যে উপায় দেখালে গোঁসাই,
মণি-কণ্ঠহার মম যৌতুকের ধন,
যথাযোগ্য জ্ঞানে লও আশীষি এ দাসে।

গ্রহ। নাহি প্রয়োজন কিছু;

এ আচার্য্য অর্থলোভি নয়,
দীনদ্বিজ ভ্রমি দিন দিন,
দিনান্তে আহার পাই,
অন্য সাধ মোর নাই ;
যাও ত্বরা,
কথাটি ভুল না,
দেখো ! ছোট বড় কাহারে ছেড়োনা।

[গ্রহাচার্য্যের প্রস্থান

বণিক। তেজপুঞ্জ কায়, আচার্য্যের আরক্ত লোচন,
ভীষণ ললাট-ধারী ভীম দরশন,
মহাজন, মহাজ্ঞানী দ্বিজ।
চল সবে !
কার্য্য আছে নগরে যাইব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কাঠুরিয়া পল্লি, কাঠুরিয়া পত্নিগণ

(বণিকের প্রবেশ।)

বণিক। একে একে পরীক্ষিনু সব নীচ-নারী,
বদ্ধ-তরী উদ্ধার না হলো,

তেজরাশি আচার্য্যের বাক্য অমূলক!
সন্ধ হয়, না—না, মহাশয় দ্বিজ;
আছে সতী অন্য কেহ কাঠুরিয়া বাসে,
যাই পুনর্ব্বার করি মিনতি অশেষ
আনি সতী মঙ্গলদায়িনী।
আছে অন্য নারী হেথা,
সতী সেই দেহ তারে,
দিব বহুমূল্য ধন, মহাজন আমি,
এখনি আসিবে ফিরে পরশিয়া তরী।

১ম, কাঠু স্ত্রী। ন্যাকামো রাখো,
মূলো দাঁতটা ঢাকো,
আবার সতী কোথা!
খেয়েছ কি চোকের মাথা?

২য়, কাঠু স্ত্রী। ডাঁক্‌সাইটে সতী মোরা জানে দেশে দেশে,
আবার কে এল সতী বানের জলে ভেসে?

৩য়, কাঠু স্ত্রী। ড্যাক্‌রা পনা ছেড়ে দেও,
সতীসাধ্বী বেছে নেও,
শিষ্ট হ'য়ে মিষ্ট কথা বল,
না হয় আমায় নে চল।

১ম, কাঠু স্ত্রী। ওলো! উনি সতী ভাগ্যবতী ভাসিয়ে দেবে তরী,
ন্যাকামো দেখে মরি!
আমরা সব ফিরে এলেম সতীসাধ্বী নারী,
দিন্‌কে রাত ক'র্ত্তে পারি।
যেতে পারনি মোদের সাথে,

ফল্‌টী পেতে হাতে হাতে,
কলঙ্কিনী সতী হ'তে চায়,
ওলো, দড়ি দে গলায়।

৩য়, কাঠু স্ত্রী। তবে রে মড়িপোড়ানির ঝি,
আমায় বলিস্‌ কি!
গলায় দড়ি দিয়ে তোরা আঘাট জলে মর্‌,
দেশ-ঢলানী হেতা হ'তে সর্‌ সর্‌ সর্‌।

১ম, কাঠু স্ত্রী। ডাকিনীর মত মাগী কেন ডাকছাড়ে,
বুঝি ভূত চেপেছে ঘাড়ে।

বণিক। বিবাদে কি প্রয়োজন,
উপায় একটা কর,
ওগো, কোথা যাচ্ছ থর থর।

৩য়, কাঠু স্ত্রী। থাম ঠাকুর! নেয়ের কুকুর কাঁদে উঠ্‌তে চায়,
রসো ডেকে আন্‌ছি মায়।

[তৃতীয় স্ত্রীর প্রস্থান।

১ম, কাঠু স্ত্রী। চল ভাই ঘরে যাই,
ঢং দেখে আর কাজ নাই,
আস্‌ব না আর ছি! ছি! ছি!

[বণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বণিক। বিবাদ করে গেল সবে,
এখন উপায় কি হবে।

(তৃতীয় কাঠুরিয়া স্ত্রী ও চিন্তার প্রবেশ।

৩য়, কাঠু স্ত্রী। ভাবছ কি বণিক!

ধিক্—ধিক্—ধিক্,
কালামুখিরা কোথা গেল
লজ্জার মাথা খেয়ে ?
তুমি যেমন নেয়ে,
দেখ দেখি চেয়ে
লক্ষ্মী এলো, চল সাধু সাগরকূলে যাই,
আর তোমার ভাব্না নাই।

বণিক। প্রণমি, জননী তুমি আজি হ'তে মোর,
আমি তোর পথিক সন্তান,
রাখ মান বিরাজমোহিনী।
চিনেছি তোমায় দেবী, সাগরনন্দিনী,
সাগরের কূলে চল,
বদ্ধতরী উদ্ধারিতে মোর।

চিন্তা। মহাশয়! এ বিনয় কেন ?
ভিখারি-বনিতা আমি ভিন্ন দেশবাসি,
পরবাসে পরাধীনা নারী,
তব কার্য্য কি করিতে পারি!

বণিক। রাজ রাজেশ্বরী তুমি চল মা জননী,
পরশিয়া তরী মোর আসিবে এখনি।

চিন্তা। স্বামী নাহি হেতা—
কাষ্ঠজীবী সনে কাননে প্রাণেশ,
অনুমতি বিনা কেমনে যাইব,
কি কহিব প্রভু যদি জিজ্ঞাসে আমায়;
একতায় অনৈক্য হইবে,

ক্ষম মোরে দীনহীনা আমি।

বণিক। মাগো! প্রাণ দিব তোর পায়
যদি না বাঁচাও তরী;
হে ঈশ্বরী, কেন এ বঞ্চনা দাসে।

চিন্তা। পরোপকার পরম যে ধর্ম্ম
কেন হেলায় হারাই।
সাক্ষ্য সূর্য্যদেব, শনি সর্ব্বত্র সমান,
সতী মান রাখ শূলপাণি!

৩য়, কাঠু স্ত্রী। মশাই, তুমি এগিয়ে চল,
লোকজনকে সর্‌তে বল,
কুলের বৌ যাবে সাগরকূলে,
আমি মার সঙ্গে যাবো,
যদি যায় পথ ভুলে।

বণিক। ভাল, অগ্রে যাই আমি,
এস তুমি জননীর সাথে।

[বণিকের প্রস্থান

৩য়, কাঠু স্ত্রী। চল্‌ত মা সঙ্গে যাই,
পথে কিছু ভয় নাই,
যদি জলে ভাসে তরি,
দেখ্‌বে তখন কি করি!

চিন্তা। চল সঙ্গিনী আমার;
পরোপকার দেবধর্ম্ম পালি।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সাগর-কূল।

বণিক ও কর্ণধারগণ।

বণিক। হের, আসে লক্ষ্মী দূরে,
সফল জনম আজি;
১ম-কর্ণ। যদি ধরে রাখ্‌তে পার মায়,
কি করবে আর বালুকায়,
ডাঙ্গায় ভাস্‌বে তরি,
ঐ আস্‌ছে পাটেশ্বরী।
বণিক। সরে যাও সবে,
নয় কার্য্য নষ্ট হবে,
দূরে থেকে দেখ্‌গে সবাই,
আমি একটু এগিয়ে যাই।
১ম, কর্ণ। বোঝাগেছে মনের কথা,
কেবল আপন টান্ টানো,
আর আপন গণ্ডা জানো।

[কর্ণধারগণের প্রস্থান

(কাঠুরিয়া পত্নীসহ চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। অপার জলধীকূলে আইনু আবার,
মায়া-পারাবার, শনি কর্ণধার

পড়ে মনে অনুক্ষণ;
ঘোর গরজন,
কলকল তরঙ্গের ডাক,
সেইরূপ সব!
পুন কি শনির মায়া বিস্তারিল হেথা!
নাহি জানি দীনস্বামি রক্ষিবে আমায়।

(কর্ণধারগণের প্রতি বণিকের কোপদৃষ্টি।)

৩য়, কাঠু স্ত্রী। মাগো! কট্‌কটিয়ে চায় সওদাগর,
চোক্ দুটি কি ভয়ঙ্কর,
চল্ মা তরী ছুঁয়ে যাই,
দেরি করে কাজ নাই।

বণিক। এসো মা আনন্দময়ী, পরশ' এ তরী,
রাজরাজেশ্বরী মাগো চিনেছি তোমায়।

চিন্তা। লজ্জা রাখ রত্নাকর,
দেব দিগম্বর, হরি হে মধুসূদন,
রাখ মান এ দাসীর।

(চিন্তার করস্পর্শে তরী ভাসমান।)

(কর্ণধারগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

মিশ্র—কার্‌ফা।

ঐ ভেসেছে রাণী, তলে ঠেকেছে পানী,
হেলে দুলে যাচ্ছে জলের ঝি।
ধর্ কাছি টানি—তোরা ধর্ কাছি টানি॥

বণিক। কর্ণধার যা কহিলা কাণে,
যদি তরী লাগে অন্য স্থানে,
কি হবে উপায় তবে!
ভাগ্য যদি দানিলা বিধাতা,
কেন বা হারাই!
কেন যাই রাজলক্ষ্মী ছেড়ে;
রাখি লক্ষ্মী বাণিজ্য-ভাণ্ডারে।

(বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা-হরণ।)

দেবি! ছাড়িব না আর,
চরণ পূজিব নিতি বাসনা আমার।
নেপথ্যে শনি। চালাও চালাও তরী বেগে কর্ণধার,
চিন্তা। কি কর, কি কর,
ছেড়ে দেও দীনহীনা আমি।
কোথা প্রাণনাথ!
বিপাকে পড়েছি প্রভু, এস এ সময়,
দয়াময় কে আছ এখানে,
বার্ত্তা দেয় প্রাণেশ্বরে।
রক্ষ দিবাকর,
হর রূপ, জরাগ্রস্থা কর মোরে
যত দিন সুদিন না হয়;
রাখ দেব ঘৃণিত এ দেহ।
নেপথ্যে লক্ষ্মী। চিন্তা নাই চিন্তা!
আছি আমি রক্ষিব তোমায়।

চিন্তা। হা মধুসূদন, বিপদ-ভঞ্জন হরি,
রক্ষ নাথ অবলার প্রাণ।

[তরীসহ বণিক প্রভৃতির প্রস্থান।

৩য়, কাঠু স্ত্রী। পালাই বাবা ঘরে,
যদি তেড়ে আমায় ধরে।

[প্রস্থান

(শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। কৈ! কৈ সে তরণী! কৈ প্রাণেশ্বরী!
কোথা গেলে বিষাদসঙ্গিনী মোর।
রত্নাকর! বহু রত্নে ভাগ্যধর তুমি,
ভিখারীর হৃদয় রতন, কেন হরিলে সাগর?
ফিরে দাও দরিদ্রের ধন,
দরিদ্র জীবন কেন বাঞ্ছ' জলপতি;
দীনগতি দীনহীনবেশে
দেশে দেশে ভ্রমি আমি,
পতি-প্রাণা ভিখারিণী সনে।
ওহো, প্রাণ ফেটে যায়,
জলাশয় না দেও উত্তর?
কাতর হয়েছি দেখ কণ্ঠাগত প্রাণ,
অবসান সম্মুখে তোমার।
তরঙ্গে উন্মাদ তুমি, মহোৎসব তব,
শব দেহ,

কেমনে ধরিবে সিন্ধু তরল হৃদয়ে ;
সৌভাগ্য তোমার,
তাই ভাগ্যহীন-জনে বচনে তুষিতে নার।

নেপথ্যে লক্ষ্মী। শান্ত হও রাজা,
রক্ষিব তোমার নারী,
দীনদশা আছে কিছু দিন।

শ্রীবৎস। রক্ষা কর অনুকূল দেব
যে আছ যেখানে,
প্রাণপাখী প্রাণ ছেড়ে গেল।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সুরভি আশ্রম।

(শনির প্রবেশ।)

শনি। বজ্রকীট ভীষণ দংশন
নারায়ণ জানে,
নরপ্রাণে কতবা সহিবে আর ;
কদাকার করেছি দোঁহায়,
একতায় অনৈক্য হয়েছে,
প্রাণ মাত্র বাকি ;

না—না, প্রাণে না মারিব,
পরীক্ষা করিব রাজা কত পূণ্যবান।
দুষ্টা লক্ষ্মী যুক্তি দেয় কাণে,
ধনে প্রাণে মজিল নরেশ,
এখনও না হয় চেতন,
দেখি কত দিন সয়,
সদয় হইব শেষে;
পর বাস,
পরাধীনবেশে আসে ঐ দীনেশ্বর।

[শনির প্রস্থান

(শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। শান্তি সাগরেরকূল,
জলধী-হিল্লোলে ভাসে
ক্ষণে হাসে ক্ষণেক লুকায়,
তরঙ্গে নাচায়,
দূরে যায় জলবিম্ব রাশি;
আর কত দূর যাবো
দীনগতি না চলে চরণ,
এই কূলে বসি যদি শান্তি দেখা পাই।
একি! কেন নিদ্রাবেশ হেন দীনতায়;
ফিরে যাও, ফিরে যাও স্বরগ-সুন্দরী,
স্বপনের খেলা দেবী বিলাসীর তরে
মম ভাগ্যে নাই,

ভাগ্যহীন যত দিন আমি।
আসে দূরে বাণিজ্য-তরণী ;
তরঙ্গে নাচায় তরী,
অকূল-পাথারে ভাসে,
আসে এই কূল চেপে,
যাবে ভিন্ন দেশে, যাবো আমি স্থানান্তরে
লয়ে এই সুবর্ণ ইষ্টকগুলি,
শ্রীবৎস-চিন্তার নাম অঙ্কিত করেছি যায় ;
সুরভি কৃপায় পেয়েছি রতন।

(সাগরকূলে বাণিজ্যতরী উপস্থিত—বণিক ও কর্ণধারগণের অবতরণ।

বণিক। সুন্দর কানন,
মিষ্ট-ফল এখানে বিস্তর,
দুইজনে রহ হেথা তরী রক্ষা হেতু,
অন্য সবে এস মোর সাথে,
হাতে হাতে আনি বন ফল।

[বণিকাদির প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কোথা যায় সাধু, যাই আমি পাছে পাছে।

শ্রীবৎসের প্রস্থান।

১ম কর্ণ। ওরে, আমায় ধরেছে জলোবাত,
ন'ড়্ছে দুটো কসের দাঁত,
বনের ফল্টা কেমন করে খাবো,
যা থাকে কপালে আজ নদীর জলে নাবো।

২য় কর্ণ। কসের দাঁতে কিসের বাত,
দেখি তোর মুলো হাত,
ও, পিত্তি চট্‌কে জ্বর হয়েছে গায়,
এতে কি আজ কিছু খায়।

১ম কর্ণ। তুই যেমন কবিরাজ,
তোর মাথায় পড়ুক বাজ,
জ্বর আবার কোন্ গায় মোর,
তুই বেটা কি নেশাখোর।

২য় কর্ণ। নেশা ত সবাই খায়,
আমার নেশা গায় গায়,
ত্বরিৎ ধরে ত্বরিৎ ছাড়ে গাঁজা পঞ্চানন,
আমায় কে করে বারণ;
একলা মায়ের একলা ছেলে
গাঁজার দমে চলি,
তুই যে অবাক হলি!

১ম কর্ণ। অবাক কি সাধে হই,
তোর মুখে যে ফুট্‌ছে খই,
কথায় দড় বর্ণচোরা হলি;
তোকে আর কি বলি।

২য়, কর্ণ। আমি কি কম ছেলে,
দেনা তুই আমায় হেলে,
বাতাস্ ঠেলে আটাস্ গোড়ে যাই,
এক ঝিঁকেতে জল খাই।

১ম, কর্ণ। চেপে থাক্, চেপে থাক্, ক্ষেপে যাবি ভাই,

এখন বল্ দেখি কি খাই ?
ঐ আস্‌ছে সওদাগর ;
বাহবা—ডাগর ডাগর ফল,
বাগিয়ে রাখি বদন-কল,
হাতে মাথে দেদার দেদার,
স'রে যা তোর পেট্‌টা আছে ভার।

(বন-ফল লইয়া বণিকাদির প্রবেশ।)

বণিক। আহারাদি কর সবে, লও মিষ্ট-ফল,
বিলম্ব করোনা আশু যাবো স্থানান্তর ;
কে আসে ভিখারীবেশে সুন্দর পুরুষ !

শ্রীবৎস। বহুক্ষণ দেখেছি তোমায়,
অনুনয়—অনুগত আমি,
আছে এ ইষ্টকগুলি সুবর্ণে গঠন,
ভিখারীর ধন
যদি কৃপা করি লয়ে যাও সাধু,
তব সনে দেশান্তরে যাই,
বিক্রীত হইলে পাট যে মূল্য পাইব,
অর্দ্ধেক তোমার, অর্দ্ধে অধিকারী আমি।

বণিক। সুবর্ণ ইষ্টক !
তুমি কি বঞ্চক !
ভিখারীর করে বিশুদ্ধ কাঞ্চন ;
বহু ভার—বহু মূল্যবান,
ভাল, দেখি এক খান।

এ যে আসল সুবর্ণ!
কহ, কোন্ মহাজন তুমি
ছদ্মবেশে কোন্ ছলে এলে?

শ্রীবৎস। সত্য ধনে মহাজন যেই, সেই গুরু,
শিষ্য আমি তার,
ভিখারীর বেশ ছদ্মবেশ নয়।

বণিক। এত রত্ন পাইলে কোথায়?

শ্রীবৎস। ভাগ্যফল আছিল যথায়।

বণিক। ভাল, চল মোর সাথে,
অঙ্গীকার বদ্ধ তুমি।

(সকলের নৌকারোহণ।)

১ম, কর্ণ। মাথা চেপে বস রাজা, তুফান হবে ভারি,
কেমন—না ছাড়্তে পারি?

বণিক। সুবাতাস, শুভদিন আজ
স্বচ্ছন্দে চালাও তরী।
এতো ধন যদি অদৃষ্টে আমার
তবে কণ্টক রাখিব কেন!
পরিষ্কার করি গম্যপথ;
ব্যাটা বসে আছে ধারে,
অগ্রে যাই দূর জলে,
সাগরে ভাসাবো তোমা জনমের মত।

[সকলের নৌকা-যাত্রা।

(শূন্যে লক্ষ্মী।)

লক্ষ্মী। বৃথা ধরি সৌভাগ্যদায়িনী নাম,
বৃথা মোর রতনে সঞ্চার,
শ্রীবৎস রাজার যদি হেন দশা রয়।
ওহো! নিষ্ঠুর বণিক
ফেলে দিল সাধুরাজে সাগরের জলে,
রত্নাকর! দেখো, রেখো রাজার জীবন,
যাই আমি তরঙ্গে মিশায়ে কায়।

[অন্তর্দ্ধান।

(সাগরবক্ষে শ্রীবৎস ভাসমান।)

শ্রীবৎস। রক্ষা কর দেবতায়, বিনা দোষে প্রাণ যায়;
কে কোথায় আছ অনুকূল
রক্ষা কর আসি,
এস তাল বেতাল মিত্র হের এ দুর্গতি,
আশুগতি উদ্ধার আমায়,
হা চিন্তা! কোথা তুমি।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সৌতিপুর, রাজোদ্যান।

তরুমূলে শ্রীবৎস উপবিষ্ট।

শ্রীবৎস। ললাটের কোন অঙ্ক শেষ!
পুন কোন অঙ্কে আমি, নাহি জানি
কতই আঘাতে লীলা হবে অবসান।
যবনিকা বিভীষিকা কত দূরে আছে,
পাছে পাছে শনি, ওহো! পাছে পাছে শনি
নাহি ধরে ক্ষুদ্র প্রাণে সে ভীষণ ছায়া,
কাল-ছায়া—
কত দিন রবে আর অঙ্গার অন্তরে।
ওহো, পড়ে মনে চিন্তার দুর্ব্বল গতি,
পতিপ্রাণা অনশনে আনন্দদায়িনী!
বিষাদিনি! কি সাধে বিজনে এলে,
কোথা পলাইলে পরাধীনাবেশে!
কোথায় আবার আমি!
সুগন্ধ প্রদেশ, শান্তি কি এখানে!
কে আসে রমণী ঐ প্রফুল্ল বদন,
চঞ্চল নয়ন দুটি স্বর্গে মর্ত্তে চায়,
আমি কি মায়ায় পুন আছি নিমগন!

রে নিদয় শনি!
শান্ত না হইবে আর,
সংহার-প্রতিজ্ঞা পাল চরম সন্ধানী,
নাহি জানি কত মায়া ধর।

(মালিনীর প্রবেশ।)

মালিনী। নূতন আনন্দে মাতি,
কোন লীলা প্রকাশিল অপরূপ সব;
আহা মরি শুভক্ষণ পেয়েছে উদ্যান,
পুন পাখী করে গান,
ফল ফুল বিবিধ বরণ,
এক দিনে ভিন্নভাব কার ভাগ্যফলে।
দলে দলে আসে অলি,
ফুটেছে বিবিধ কলি,
ওমা! মল্লিকায় ধরেছে মুকুল!
কোন দেব অনুকূল;
আহা! হেরে যুড়াল জীবন,
শ্মশান উদ্যান হবে কার মনে ছিল।
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল স্বপ্ন অগোচর,
মনোহর হেরি চারিদিকে।
কহ দিবাকর,
কোন্ মায়াধর আজি বিস্তারিল মায়া,
ছায়া কায়া নাহি হেরি বিজন প্রদেশ;
সোহাগেরবেশ মরি চৌদিকে আমার।

ওকি! নরাকার উজ্জ্বল বরণ,
স্থির নেত্র বিরস বদন,
কে এ সুন্দর যুবা কোন চিত্রধর।

শ্রীবৎস। ওগো! কে তুমি মা বনদেবী রক্ষা কর দীনে,
বিপাকে পড়েছি মাগো,
বিপদবারিণী হও বিজনে আমার।

মালিনী। আহা! মা বলে কে ডাকিল আমায়,
ঐ কথা হৃদয়ে জাগায়,
প্রাণ কাঁদিবে এখনি,
যাদুমনি ছেড়ে গেছে বহু দিন মোর।
অন্য কথা শুনিব সদাই,
সন্তানের আর সাধ নাই,
কাছে যাই জিজ্ঞাসি কে হন্।
আহা, দুটি আঁখি পলকে ঝরিছে, প্রাণ আছে
বাছা! কে তুমি বিজনে,
কহ—কাঁদ কার তরে?

শ্রীবৎস। মাগো! চিরদুঃখি আমি
ভাগ্যহীন, পতিপত্নী ভ্রমি দেশে দেশে;
দীনবেশে ভিক্ষাজীবী ছিনু,
হারায়েছি প্রাণ-পাখী, রাখি ছার প্রাণ,
অবসান হয়েও হ'ল না,
বজ্রে বাঁধা বুক মোর ভগ্নদেহ ধরি।

মালিনী। বাছা! কাঁদালে আমায়,
প্রাণ চায় কোলে করি তোরে,

চল ঘরে যাদুমনি! ভাগীনেয় ভাবে
সমাদর পাবে,
সুখি হবে বাৎসল্য মায়ায়,
মমতায় ভুবনমোহন তুমি।

শ্রীবৎস। কোন্ দেশে আছি আমি এবা কোন স্থান।

মালিনী। সৌতিপুর রাজার উদ্যান,
রক্ষা ভার মোর প্রতি,
হের, অদূরে দুঃখিনী বাস;
জাতি মালাকার,
শুদ্ধাচার ব্রত পালি,
রাজপুরে ধরি ডালি,
গেল বেলা চল বাছাধন।

শ্রীবৎস। মাগো, বাক্যে যে যতন,
বহুক্ষণ চিনেছি তোমায়,
দেবতায় রাখিল জীবন,
নব প্রাণ বিজনে আমার।
অন্ধকার হেরি তেজহীন,
আশা-চাঁদ উদিবে কি পুন!
আবার আনন্দ পাবো নিরানন্দ-হৃদে।
কি বলিলে, মালাকার-জায়া তুমি,
গণেশজননী হও, কুদিনে আমার;
মাগো, অনাহারী আমি।

মালিনী। চল বাছা প্রাণদানে বাঁচাবো তোমায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সৌতিপুর, অরণ্য-মন্দির।

(ভদ্রাবতীর শিব-স্তব।)

ভদ্রাবতী। জয় শুম্ভ সোমনাথ, প্রমথমোহন,
পঞ্চানন ভোলা ভূতবর।
জয় দেব দিগম্বর, ভকত ভাজন,
নিরঞ্জন নমি ফণীধর॥
জয় সাধু সদাশিব, শশাঙ্ক শেখর,
বাঘাম্বর হাড় মালাধারী।
জয় জীব জটাধারী বিভূতী ভূষণ,
সাধুজন প্রিয় প্রেমাচারী॥
জয় যোগ-যাগপতি, যোগীন্দ্র-জীবন,
জগন্নাথ হর মন জ্বালা।
জয় শ্বেত সনাতন, ভুবনমোহন,
হের, হর কাঁদে দীনাবালা॥
বিল্বমালা ধর বিল্বনিবাসী,
ফুল্ল হাসি শিব করুণারাশি।
বিশ্বেশ্বর বম্ বব বম্ বাজে,
দেহি বর হর শ্রীবৎসরাজে।

(দৈববাণী।)

প্রসন্ন পরেশনাথ শুন সুলোচনে,
স্বয়ম্বরে পতি পাবে শ্রীবৎসরাজনে।

ভদ্রাবতী। বাঞ্ছা—বাঞ্ছাপূর্ণ এতদিনে,
আশুতোষ আশু তুষ্ট হলে,
বর দিলে পতি হবে শ্রীবৎস ভুপাল,
চিরকাল আশুতোষ গুণে।
দয়াময়!
মানসমোহন-রূপে দেখা দেও আসি,
দয়ারাশি দেখি এক ঠাঁই,
চরণে জানাই,
পুন ভোলানাথে কই,
ভোলামন পাছে ভুলে যায়,
বর যেন পাই হর শ্রীবৎস রাজায়।

(পুনঃ দৈববাণী।)

পবিত্রা কুমারী শ্রেষ্ঠা নারী তুমি
ত্বরায় পাইবে পতি শ্রীবৎস রাজায়,
যাও, শুভদিন সম্মুখে তোমার।

ভদ্রা। হাস, হাস উপবন,
বিজন কানন হাস পাখিকুল সনে,
সমীরণ গাও সুমঙ্গল;
মন্দগতি যাও যথা, প্রাণপতি মোর,
প্রেম ডোর কুসুম সৌরভ লয়ে,
বলোনাথে, স্বয়ম্বরে যেন দেখা পাই।
কুহুকণ্ঠ-দল,
অনর্গল গাও প্রেমগান,

উজানে চলিয়া যাও যথা প্রাণপতি,
করিও মিনতি যেন আসে বর ত্বরা।

১ম, সখী। একি সখি!
একাকিনী হাস কার সনে?
চন্দ্রবদনে মরি শত চাঁদখেলে,
দেখা পেলে কোন্ ভাগ্যধরে।

২য়, সখী। সখি আর' হাসি হাস, সখি আর' হাসি হাস,
বিজন কাননে কহ কারে ভালবাস?

ভদ্রা। দিগম্বর দানিলা যে বর,
ভালবাসি সেই প্রাণেশ্বর,
যতনে রতন পাবো ভাবিয়াছি সার,
প্রাণ আমার দিবানিশি চায়,
প্রাণপতি শ্রীবৎস রাজায়।

সখীদ্বয়। খাম্বাজ—তৃতাল।

খেল কুরঙ্গিনী সনে বালা।
কুরঙ্গ-সঙ্গিনী নাহি প্রাণে জ্বালা॥
অনুরাগে পায় পায়, ঐ দেখ নেচে যায়,
নাগর নাগরী ধায়, খেলে বন-খেলা।
চল সখি বনে যাই, কুরঙ্গিনী সনে ধাই,
সমীরে সোহাগ চাই, পরি বনমালা॥

[সকলের প্রস্থান।

(শ্রীবৎস রাজার প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। পবিত্র কানন হেরি সৌতিপুর মাঝে,
ভ্রমিলাম কয় দিন,
কোথাও না শান্তি পাই।
আহা! শান্তি কি এথানে!
বিদ্যমান হেরি বিশ্বেশর,
যোগীশ্বর অন্তর্যামী তুমি,
কহ নাথ,
কোথা মোর চিন্তা-ভিথারিণী?
একাকিনী আছে কি জীবিতা,
পতিব্রতা,
পরহস্তগতা নারী কতক্ষণ বাঁচে;
পাছে যায় কালবেশে শনি।
নাহি জানি,
কোথা শান্তি ডুবিল অতলে।
হেরি সমাধি-আসন,
ধ্যান জ্ঞান কি আছে আমার,
কেমনে ভাবিব হরে,
হয়েছে অন্তর-কাল, কালিমায় রাখি।
দিগম্বর দেহি বর দীনে,
কঠিন পরাণে কাঁদি,
বুক বাঁধিয়াছি প্রেমে নবীন যখন,
নহে হৃদি ফেটে যেত' তখনি তখন!

কান্তায় আবার পাই,
অন্য সাধ কিছু নাই,
দীনবেশে রব সুখে অনশন কায়,
যতক্ষণ প্রাণ নাহি যায়।
দয়াময়, হে দীন-পালন,
সনাতনরূপে শান্তি দেহ দীনেশ্বর।

(দৈববাণী।)

চিন্তা পরিহর রাজা পাবে চিন্তা ত্বরা,
দেবতা প্রসন্ন, যাও—ক্রমে শুভদিন।

শ্রীবৎস। শুভদিন সপ্ন অগোচর
ভগ্নদেহে যত্ন হবে পুন;
প্রাণ আশ্বাসিত হও,
শুভদিন হইবে আমার।
মৃদু-মায়া কণ্ঠস্বর এ বিজন বনে,
যোগাসনে আসিবে কে সাধু,
স্থানান্তরে যাই, দেখি আর কিবা আছে।

[প্রস্থান।

(ভদ্রা ও সখীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

ভদ্রা। চমকিল প্রাণ,
কে গেল চপলাভরে আঁধারি কানন!

১ম, সখী। বন মাঝে কি দেখিলে বনবিহারিনী?

২য়, সখী। ভৈরব কানন হেথা সিদ্ধ-যোগাসন,

মহাজন আসিবে অনেক,
চল সখি রাজপুরে যাই,
বনে আর মন-পাখী নাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—স্বয়ম্বর সভা।

ভূপতিগণ ও শ্রীবৎস।

শ্রীবৎস। লোকপাল সমবেত সভা,
রাশি রাশি মান বিদ্যমান এক ঠাঁই,
দীন আমি কোথা যাই,
দৈবাদেশ পালি হেথা মালাকারবেশে
দেশে দেশে দেখি অপরূপ,
বহুরূপ ভাগ্যে মোর,
ললাটের ঘোরঘটা কত দিন রয়,
কত আর ক্ষীণ প্রাণে সয়;
আছি মালিনীর ঘরে,
সমাদরে স্বপ্ন অগোচর।
নিরন্তর কাঁদি,
গাঁথি কুসুমের হার,
মালাকার কার্য্যে সুনিপুণ,

কভু বনে যাই,
বিপীনে জানাই ব্যথা মহেশের কাছে,
পাছে পাছে শনি দেখা দেয়;
যথা তথা রোষ-অগ্নি বিভীষিকা হেরি।
অন্য সাধ নাই,
যদি চিন্তা পাই,
নিশ্চিন্তে কাটাই কাল;
বিষাদে আনন্দ লাভ হয় অভাগার।
স্বপ্ন সম দৈববাণী!
ভদ্রা ভার্য্যা হবে মোর—
মালাকারে মাল্যদান করিবে সুন্দরী,
রাজবালা রাজগণ ত্যজি।
ভবিতব্য দৈব-নিবন্ধন,
না হয় খণ্ডন কভু প্রাচীন-প্রস্তাব;
মনোভাব অন্যে কি বুঝিবে,
মনে রাখি,
আসে বালা বরমাল্য লয়ে।

বাহুরাজ ও আচার্য্য সমভিব্যাহারে বরমাল্য ও চন্দন পাত্রসহ ভদ্রাবতীর প্রবেশ পশ্চাৎ রাণী ও সখিগণ।

বাহুরাজ। শুন নিমন্ত্রিত ভুপাল সমাজ!
কন্যা মোর ইচ্ছাবরী,
ইচ্ছা বরে করিবে বরণ,

নিবেদন অন্য কিছু নাই,
অনুমতি ভিক্ষা চাই।

ভূপতিগণ। অন্যমত নহে কেহ,
মান্যলোক এক মত সবে।

জনান্তিকে। এস বালা-রূপরাশি দক্ষিণে তোমার।

আচার্য্য। হের, কলিঙ্গ ঈশ্বর
রূপে কন্দর্প সমান,
মতিমান রাজচক্রবর্ত্তী।
শান্ত প্রশান্ত হের সুন্দর গঠন,
মহাজন তৈলঙ্গ ভূপাল।
হের, সৌরাষ্ট্র দ্রাবীড়পতি তেজপুঞ্জ কায়,
মহাশয় উভয় সমান,
কুলমানে মহামানি ভূপ।
হের, মগধ কর্ণাটপতি,
রতিপতি সম রূপে বিরাজে দক্ষিণে,
দানশীল ন্যায় পরায়ণ।
হের, গুজরাট পাঞ্চালাদি ন্যায় চূড়ামণি,
মহাজ্ঞানী মহা পুণ্যশীল,
জনে জনে ইন্দ্রসম অতুল ঈশ্বর।

ভদ্রা। কোথা উমানাথ!
অনাথ বান্ধব কোথা দেব দিগম্বর,
দেহি বর শ্রীবৎস রাজায়,
সোমেশ্বর, কাতর হয়েছে প্রাণ,
নাহি জানি কোথা প্রাণপতি।

(দৈববাণী ।)

শুন সুলোচনে ! শুভক্ষণে পূজিলে শঙ্কর,
হের প্রাণেশ্বর তব শ্রীবৎস রাজন,
দীনহীন মালাকারবেশে।
যার আশে
বিজনে পূজিলে হরে দ্বাদশ বৎসর
সেই নরেশ্বর হের বৃক্ষতলে বসি,
ভাগ্যহীন ক্ষীণ কায়, শনির শাসনে।
ভাগ্যবতী ! যাও ত্বরা
পৃথিবীর পতি গলে দেহ বরমালা ।

ভদ্রা । সাক্ষ্য লোকনাথ,
শ্রীনাথ শ্রীধর সাক্ষ্য,
সাক্ষ্য সূর্য্যদেব,
দিগম্বর, এই বর শ্রীবৎস রাজন।

(শ্রীবৎসের গলে বরমাল্য দান ।)

ভূপতিগণ । ছি ! ছি ! কন্যা কি কাজ করিলে,
কারে বরিলে সুন্দরী !
মালাকার পতি হ'ল হরি—হরি—হরি !
মহারাজ !
জামাতা হয়েছে ভাল ভাগ্যধর মালী।

[ভূপতিগণের প্রস্থান ।

রাণী । প্রাণ ফেটে যায়, দেখিতে না পারি আর,
অঙ্গার আছিল ভালে রে ভদ্রা তোর।

[রাণীর প্রস্থান ।

বাহুরাজ। রাজকুলে কালি,
ধিক্ মোরে—ধিক্ রাজ্যমান,
এত অপমান শেষে এক কন্যা হ'তে!
ঘৃণা—ঘৃণিত হইনু আমি,
নীচগামী হইল নন্দিনী।

[বাহুরাজার প্রস্থান।

শ্রীবৎস। দীনবন্ধু দেখ দীনদশা,
ভার্য্যা হারা পুন ভার্য্যা দিলে,
কাঙ্গালিনী করিলে ভদ্রায়।
ভদ্রা! প্রভু! কাতর কি হেতু,
দাসী আমি চরণে তোমার।
প্রাণামার আনন্দে মগন,
পঞ্চানন পঞ্চমুখে গাইল সুযশ।
শ্রীবৎস। সতি! পৃথিবীর পতি
শ্রীবৎস আমার নাম,
বিধি বাম তাই হেন দশা।
রাজ্য হারা—
প্রাণের সঙ্গিনী ভার্য্যা চিন্তা গুণবতী;
সতী নারী হারায়েছি বনে।
অনশনে ক্ষীণ কায়,
তায় শনির শাসন,
নির্ব্বাসন দ্বাদশ বৎসর।
ভদ্রা। প্রাণেশ্বর! আকুল অন্তর মম,

শান্ত হও প্রভু! নারী আমি,
আনন্দের দিন মোর।

শ্রীবৎস। ওহো! তুমিও প্রাণের সখী সম দুঃখী হ'লে

(রাজপরিচারকের প্রবেশ।)

পরিচারক। মহাশয়! নিজালয় অদূরে তোমার,
রাজ আজ্ঞা,
বাহির মহলে রবে নূতন জামাই।

শ্রীবৎস। প্রিয়ে! শুন কথা—পতিব্রতা তুমি,
ঘৃণিতা হইলে সতী ভিখারীর সনে।

ভদ্রা। ঘৃণিত—পূজিত যেই,
অজ্ঞানের কথা, চল প্রভু! আনন্দ বান্ধব।

শ্রীবৎস। আহা, দিব্যজ্ঞানে গুণবতী নারী,
চল সতী দীনপতি সনে।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—ক্ষীরোদ-সাগরকূল, সাগর-গর্ভে বাণিজ্যতরী

বণিক ও কর্ণধারগণ।

বণিক। শুন কর্ণধারগণ
বহু ভার হয়েছে তরণী,
তল্লাস লইবে রাজা আসে কর্ম্মচারী
সেই লোক!

যারে সবে সমুদ্রে ফেলিনু,
হরিনু কাঞ্চন পাট রাশি রাশি যার,
তারি করতলে মোরা,

১ম, কর্ণ। বাবা সেরেছে এবার,
একসবার চালাকি কি থাটে,
সাধে কি মোর করে ভয়,
গোঁ গোঁ শব্দ মিছে নয়।

বণিক। ওরে বাতুল নাবিক!
শতধীক সাহসে তোমার,
সৌতিপুরে সর্ব্বনাশ হেরি।

১ম, কর্ণ। তবে দেরি কেন—চড় লায়,
বেরিয়ে যাই এক ঘায়,
মাঝ দরিয়ায় গেলে আবার ধরে কোন্ ভাই।
কি বল মশাই?

বণিক। রাজনীতি বিপর্জ্জয় কাজ
তায় লোক লাজ মহাজন আমি,
নিস্তার না পাবো—কেন বৃথা আকিঞ্চন।

১ম, কর্ণ। মশাই, সাবধানে বিনাশ নাই,
চল ভেসে যাই,
বাবা—জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ!

২য়, কর্ণ। অবাক হলেম বাবা, বাক নাহি সরে,
যদি আমায় ধরে।

১ম, কর্ণ। চলে আয় হাঁদাপেটা ডহর জলে যাই,
বাক্ চাতুরি কায নাই।

বণিক। স্থির হও সবে,
হবে যা আছে কপালে,
রক্ষা নাহি পাবো কভু গোপনে পলালে।

১ম, কর্ণ। আপ্‌নি যাবে শালে
সাধু সঙ্গে চাও দল,
এখনও মোর আছে বল,
চল্‌রে ভাই চল।

(রক্ষীগণসহ শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। রাজ্য হারা দীনদশা
বন্দর রক্ষক আমি রাজার প্রসাদে,
এ বিষাদ দিনে,
কেন মোর আনন্দ উদয়!
নাহি জানি ভবিষ্য ললাট-লিপি
কি আছে এ ভালে!
এই সেই তরী, সেই মহাজন,
সেই কর্ণধার সব,
অসম্ভব হেরি এ মিলন,
বুঝি দৈব অনুকূল,
আকুল শ্রীবৎস তরে।
(প্রকাশ্যে) কোথা যাও সবে,
রহ হেথা—তল্লাস লইব তরী।

১ম, কর্ণ। বুঝি চিনেছে আমায়,
এক ঘায় ফেলে দিছি জলে,
দেখি ব্যাটা কি বলে।

শ্রীবৎস। শুন বণিক তনয়,
সন্দ' হয় হেরে তব তরী।
সাধু, চেন কি আমায়?

১ম, কর্ণ। ঐ ধরেছে রে বাপ,
জলে ঝাঁপ দেবার যোটি নাই,
কিসে রক্ষা পাই!

শ্রীবৎস। রক্ষিগণ, বন্ধন করহ সবে,
পলাইলে দায় তোমাদের!

বণিক। মহাশয়! নিদয় কি হেতু,
অকারণ কেন এ বন্ধন,
কোন্ দোষে দোষী কর্ণধার?

শ্রীবৎস। মনে কি পড়েনা সাধু,
তোমা হ'তে নিদয় কি আমি,
পতিপ্রাণা, প্রাণের সঙ্গিনী মোর,
চিন্তা-ভিখারিণী;
হরিলে পামর, কহ কোন্ অপরাধে!
কোন্ অপরাধে পুন বাঁধিলে আমায়,
প্রহার করিলে কত,
শেষে, হরিয়া সুবর্ণ পাট লম্পট বণিক,
ধন লোভে উন্মত্ত হইলে,
সাগরে ভাষালে মোরে সহায় বিহীন।
রে নিদয়! নিদয় অধম তুই।
কি কঠিন প্রাণে,
শুনিলি বিষাদ গাঁথা অনাথিনী মুখে,

সিন্ধুবুকে বিন্দু নাই মায়া !
মূঢ় তুই কি আর কহিব,
কহ, আছে কি জীবিতা নারী তোমার পীড়নে
শুন রক্ষিগণ !
আন যত ধন আছে বণিক ভাণ্ডারে ;
দেখ কোথা নারী এক,
আন আগে সুবর্ণ ইষ্টকরাশি।

রক্ষিগণ কর্ত্তৃক তরী অন্বেষণ ও স্বর্ণপাট আনয়ন

রক্ষিগণ। বড্ড ভারি ইট, সোণার মত রঙ,
মশাই, আর একটা মাগি বসে আছে ;
অতি কদাকার,
কে যায় তার কাছে—
প্রাণে বেঁচে আছে।

শ্রীবৎস। প্রাণে বেঁচে আছে !
ভাল, পুরস্কার দিব সবে,
বন্ধন খুলিয়ে দেও,
স্বাধীন হইয়ে চল সাধু সম্প্রদায়,
রাজদ্বারে এ বিচার হবে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

বাহুরাজ, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণ।

বাহুরাজ। কপালে কলঙ্ক মোর রবে চিরদিন,
ছি, ছি! দীন মালাকারে বরিল নন্দিনী!
শূলপাণি পূজিল তনয়া,
বিজনে দ্বাদশ বর্ষ একাধি-মনন।
পঞ্চানন প্রসন্ন হইল,
শেষে, এই কি ভদ্রার ভালে শঙ্করের বর!
নিরন্তর নীচবাসে রবে বালা মালাকার সনে।

মন্ত্রী। মহারাজ!
ভবিতব্য অব্যর্থ লিখন
না হয় খণ্ডন কভু,
সোমনাথ অনাথ-বান্ধব,
অবশ্য দানিলা বর ভবিষ্য মঙ্গল।
শান্ত হও নৃপমণি,
রাজরাণী হবে ভদ্রাবতী।

বাহু। অসম্ভব কথা মন্ত্রি শুনি তব মুখে,
মন দুঃখে এ হেন মন্ত্রণা
মানে না অন্তর।
নীচজাতি মালাকার,
নাহি তার রাজ্য ভার,

রাজরাণী কেমনে হইবে বালা !
মন-জ্বালা রবে চিরদিন।

(স্থবর্ণ পাটসহ শ্রীবৎস, বণিক, নাবিক ও রক্ষিগণের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। মহারাজ ! এই সাধু বঞ্চকের চূড়া,
স্থবর্ণ ইষ্টকগুলি হরে ছিল মোর।

বাহু। স্বর্ণপাট বহুমূল্য ধন,
কেমনে সম্ভবে তোমা,
নীচজাতি মালাকার তুমি।

শ্রীবৎস। সুবিচার কর,
নীচগামী লক্ষ্মী,
প্রমাণে দেখাব রাজা অধিকারী কে।

বাহু। ভাল—কহ সাধু, কি উত্তর তব ?

বণিক। নিরুত্তর নহি,
স্থবর্ণ ইষ্টকগুলি আমার বিষয়।

শ্রীবৎস। আছে পাট পরস্পর যোড়া,
দ্বিখণ্ড করিয়া দেও সহজে বণিক,
অধিক না চাহি আমি,
একখণ্ডে পরিচয় পাবো।

বাহু। ভাল কথা,
সহজ উপায়ে রাখ আপনার মান।

(বণিক কর্ত্তৃক স্বর্ণপাঠ দ্বিখণ্ড করণ চেষ্টা।)

শ্রীবৎস। মহারাজ! নারিল বণিক দ্বিখণ্ড করিতে পাট;
আমি পারি যদি আজ্ঞা হয়।

বাহু। সাধু, অসাধ্য তোমার।
ভাল, মালাকার!
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেহ তুমি।

শ্রীবৎস। দেখ তাল বেতাল মিত্র—সাহায্য সময়।

(শ্রীবৎস কর্ত্তৃক স্বর্ণপাঠ দ্বিখণ্ড করণ।)

মহারাজ! অধিকারী আমি,
হের নাম অঙ্কিত কাহার।

বাহু। একি! শ্রীবৎস চিন্তার নাম স্বর্ণপাটে হেরি,
নাহি পারি চিনিতে তোমায়,
কোন্ ভাগ্যধর তুমি,
কে অমর ছলিছ আমায়।

শ্রীবৎস। প্রভু! শ্রীবৎস আমার নাম দীন-মালাকার,
ভদ্রা যার বিষাদ-সঙ্গিনী,
শনি কোপে রাজ্য হারা দ্বাদশ বৎসর
ভ্রমিলাম বনে বনে।
এই সে বঞ্চক সাধু হরিল চিন্তায়,
চিন্তায় আকুল আমি কি আর কহিব,
দীনহীন মম সম নাই।

বাহু। কি শুনিনু!
শ্রীবৎস জামাতা মোর ভদ্রা রাজরাণী,
নৃপমণি! ক্ষম মোরে,
অন্ধ আমি চিনিতে নারিনু।

শ্রীবৎস। দীনপাল! অপরাধি আছি পদে,
সম্পদ-বিহীন আমি,
জীবন সম্বল বাঁধা ক্ষীরোদে এখন।

বাহু। সাধুর তরীতে বাঁধা চিন্তা রাজরাণী,
নাহি জানি,
কেন এ বঞ্চন বিধি শ্রীবৎসের ভালে।
চল সবে,
মুক্ত করি আনি লক্ষ্মী নারায়ণ পাশে।

[শ্রীবৎস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ভদ্রাবতীর প্রবেশ।)

ভদ্রা। কোথা নাথ, কোথা তব বিজন-সঙ্গিনী,
বন-সখী আমি না হইনু প্রভু?

শ্রীবৎস। অধিক যন্ত্রণা তায়,
আদরিণী! আনন্দ সঙ্গিনী তুমি,
আসিবে এখনি চিন্তা কাঙ্গালিনীবেশে,
প্রাণ পাবো রাজার কৃপায়।

ভদ্রা। আমি প্রাণ বিকায়েছি পায়।

(বাহুদেব, মন্ত্রী, চিন্তা, বণিক, নাবিক
ও রক্ষীগণ প্রভৃতির প্রবেশ।)

বাহু। বৎস! ভূপতির পতি তুমি,
ধন্য ভদ্রা নন্দিনী আমার,
সার্থক জীবন ধরি,
রাজ রাজেশ্বরী হের রাজ রাজেশ্বর।

শ্রীবৎস। কাতর অন্তর,
কৃপাময় কি আর কহিব,
পিতা তুমি চিন্তা দানে মোর ;
ভদ্রা। দিদি! কাঁদিব না আমি,
আনন্দের দিন মোর ধরি দুটি পায়!
চিন্তা। ভগিনী আমার,
জন্ম জন্ম থাক সুখে,
তোমা হ'তে পতি পাই,
লক্ষ্মী তুমি প্রাণপতি ভালে।
বাহু। দীনবেশ দেখিতে না পারি আর,
রাণী! কোথা তুমি,
লয়ে যাও রাজরাণী রাজ রাজেশ্বরে।

(রাণী ও সখিগণের প্রবেশ।)

রাণী। চল বাছা জীবনের সার,
হেন বেশ দেখিতে না পারি।

[শ্রীবৎস, চিন্তা, ভদ্রা, রাণী ও সখিগণের প্রস্থান।

বাহু। বঞ্চক! পাষাণ-হৃদয় তোর,
কেমনে দেখিলি দীন শ্রীবৎস রাজায়।
বণিক। অজ্ঞান আছিনু আমি,
নরনাথ, ক্ষমা কর মোরে!
বাহু। ক্ষমা—ঈশ্বরের হাত,
ক্ষমা চাও কোন্ মুখ্য গুণে,
কি কাজ করিলি দুষ্ট ইষ্টক হরণে।

অনশনে ক্ষীণ কায়,
ভাসালি রাজায় জলে,
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী চিন্তা পতিপ্রাণা নারী,
কেমনে হরিলি দুষ্ট ;
লোকান্তরে বহু কষ্ট তোর,
চরম সংশয় কাল দেখিবি পামর।

মন্ত্রী। উচিত—উচিত দণ্ড রাজনীতি কয়,
দণ্ডাদেশ দেহ নরনাথ!

বাহু। মন্ত্রি! মন্ত্রণা সঙ্গত
কিন্তু কাল অন্যমত হের,
শ্রীবৎস ভিখারীবেশে চিন্তার হরণ!
দৈব বিড়ম্বন মাত্র আর কিছু নয়।

১ম, নাবিক। আমায় যদি ছেড়ে দেয় ভিক্ষা মেগে খাই,
বণিকের কাছেও না যাই।

মন্ত্রী। দণ্ডধর! তবে কোন্ দণ্ড বণিকের প্রতি

বাহু। দণ্ডে অধিকারী নহি আর,
দণ্ডধর আসিবে এখনি,
হের, পৃথিবীর-পতি আসে বন্দিগণ গায়!
আনন্দ উৎসব শুন প্রতি ঘরে ঘরে।

(নেপথ্যে গীত।)

সাহানা—আড়াঠেকা।

(রাজে) উথলিল সুখ-সিন্ধু আনন্দ অপার।
শ্রীবৎস ভূপাল করে পুন রাজ্যভার॥

মৃদু মন্দ সমীরণ, উল্লাসে পাখী মগন,
বিবিধ বন-কূজন, মধুর ভাণ্ডার।
শিখি-পুচ্ছ উচ্চকায়, মানস মঙ্গল গায়,
কুসুমে সোহাগ পায়, অলি আনাগণা ;
রাজ্যের কুশল রাখে ভাগ্য মূলাধার ॥

(রাজবেশে শ্রীবৎস, চিন্তা, ভদ্রা ও পশ্চাৎ সখিগণের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। রাজবেশ—
আবার জগতে পুন দেখিল আমার।
চিন্তার উদ্ধার হবে কার মনে ছিল ;
ভদ্রা হবে সম সোহাগিনী,
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব,
দৈব-বল চরম সম্বল মোর।

বাহু। বৎস! বাঞ্ছিত রতন তুমি,
সসাগরা পৃথিবীর সার,
সুবিচার কর, সাধু রাজদণ্ড পায়।

শ্রীবৎস। মহারাজ! দৈব বিড়ম্বনে দুঃখ সহিনু অশেষ!
নিমিত্তের ভাগী সাধু কি দোষ উহার,
বিনা দণ্ডে করুন বিদায়।

বাহু। সফল জীবন মম,
বহু পুণ্যফলে, শ্রীবৎস জামাতা মোর,
সুবিচার শুনিলে হে সাধু!

বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ কর দুরাচার,
যাও স্থানান্তরে, রেথ মনে এ ঘটন,
ধর্ম্মের শাসন সূক্ষ্ম সত্য রাজনীতি।

বণিক। রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি,
প্রাণদান আজি মোর।

[বণিক প্রভৃতির প্রস্থান

বাহু। শুন মন্ত্রি—মিত্রগণ!
আনন্দে মগন সবে,
রাজ্যে মহোৎসব,
আনন্দের দিন মোর,
চল সবে আনন্দ আশ্রমে।

[বাহুরাজ, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণের প্রস্থান

(পূর্ণমূর্ত্তি শনির আবির্ভাব।)

(স্তব)

শ্রীবৎস। জয় পূর্ণ তেজঃরাশি, তপত কাঞ্চন।
নীলাঞ্জন পিত আভাময়।
জয় রক্ত-বাসধারী, দরপ দমন
দণ্ডধর দেব দিগ্বিজয়॥
জয় নব গ্রহরূপী, পিঙ্গল বরণ।
জনার্দ্দন জীব সর্ব্ব জীবে।
জয় সঞ্চার সংহার, সুরজ নন্দন,
নিরঞ্জন নমি ইষ্টদেবে॥

শনি। শুন, শ্রীবৎস রাজন!
নির্ব্বাসন মূলাধার আমি।
ত্রিলোকের পূজ্য, পূজ্য তব ইষ্টদেব,
শ্রেষ্ঠ আমি চৈতন্য গোচর,
অনাদর করি মোরে এত দুঃখ পেলে;
কান্তারে হারালে—বনে বঞ্চিলে নরেশ
দীনবেশে দ্বাদশ বৎসর।
এবে, প্রসন্ন হইনু আমি লভ রাজ্যপদ,
সম্পদ থাকিবে চির—শত পুত্র পাবে,
অন্তে রবে বৈকুণ্ঠ নিবাসে।
যে লবে তোমার নাম,
আমি তারে নহি বাম;
সিদ্ধ মনস্কাম তব শ্রীবৎস ভূপাল।
পরীক্ষায় পূর্ণ ফল লভিলে নরেশ,
যাও নিজ দেশ,
দশ হাজার বর্ষ, সুখে পাল প্রজাগণে।
সসাগরা পৃথিবীর ভার তব,
চিন্তা, ভদ্রাসনে, বস সিংহাসনে,
কায়মনে পূজ মোরে যাবত জীবন,
শুভ আমি—সুখে থাক শ্রীবৎস রাজন।

[শনির অন্তর্দ্ধান।

শ্রীবৎস। সৌভাগ্য তপন আজি উদিল আমার,
অবতার পূজিব সদাই,
কায়মনে প্রণমি হে দেব!

(বাহুরাজার প্রবেশ।)

বাহু! কি দিব ভূপাল, ধর সৌতিপুর নিধি,
এ রতন যোগ্য করে দানি।

[সকলের প্রণাম ও বাহুরাজার প্রস্থান

সখিগণ। পাহাড়ী-পিলু—কার্‌ফা।

মধু বিতর মধুকর মনফুলে।
মধু বিতর মধুকর যেওনা ভুলে॥
সমীরে সোহাগ পাই,
সৌরভে প্রাণ যুড়াই,
যুগল কামিনী মরি প্রেমতরু মূলে॥
প্রমোদ মুঞ্জরী, প্রেমে বিকাসে লো,
প্রেমিক পরাণ, বিলাসে হাসে লো;
চারু-বিনোদবেশে হেরি প্রাণ খুলে।

যবনিকা পতন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
শ্রীবৎস।	চিন্তা।
শনি।	লক্ষ্মী।
মন্ত্রী।	মালিনী।
বাহুরাজ।	মহিষী।
বণিক।	ভদ্রাবতী।
আচার্য্য।	সখিগণ, কাঠুরিয়া
গ্রহাচার্য্য (ছদ্মবেশী শনি)।	স্ত্রীগণ ইত্যাদি

সভাসদ্গণ, রাজভট্টদ্বয়, ধীবরদ্বয়, কাঠুরিয়াগণ,
পরিচারক, কর্ণধারগণ ইত্যাদি।